KEDAR NAUTH'S

EDUCATIONAL PRIMER

HISTORY OF BRITISH INDIA.

COMPILED

BY

KEDARNAUTH BANERJEE

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

কলিকাতা, বাহির মৃজাপুর
বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

PRINTED BY GIRISHACHANDRA SHARMA

মূল্য চারি আনা মাত্র।

1858.

বিজ্ঞাপন।

কোন বিস্তীর্ণ বিষয় অবগত হইতে হইলে অগ্রে তাহার সার ভাগ জ্ঞাত হইয়া স্থূল তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে যখন বিস্তারিত বিবরণ জানিতে আরম্ভ করাযায় তৎকালে সেই প্রাথমিক স্থূল পরিজ্ঞানের সাহায্যে অনায়াসে সমস্ত বিস্তারিত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে অনেক গ্রন্থকার ব্যাকরণ ভূগোলনির্ণয়াদি গ্রন্থ সকলের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক সঙ্ক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। এবং তাহাতে পাঠশালার বালকদিগের ও অন্যান্য বিষয়ী লোকদিগেরও বিস্তর উপকার দর্শিয়া থাকে।

আমিও সেই উৎকৃষ্ট উদ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকাণ্ড ভারতভূমির বিস্তারিত বিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া "ভারতবর্ষের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচারিত করিলাম। ইহা প্রধানতঃ রেবরেণ্ড মিগ সাহেবের ইতিহাসগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। অপটুতা প্রযুক্ত এই সঙ্কলন কার্য্যে যে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছি এমত বোধ হয় না, পরন্তু প্রত্যাশা করি পাঠকবর্গের সারগ্রাহিতা গুণে অবশ্য সে ত্রুটির মার্জ্জনা হইতে পারিবেক।

১২৬৫ সাল ১ ভাদ্র।

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুদ্ধিপত্র।

৪৫ পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে এলিসাসাহেব আছে, তত্তৎ স্থানে এলিশ সাহেব হইবেক।

৫৭ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠপংক্তিতে পুনাতে নাজিম ও পেশোয়ার সহিত আছে, তথায়, নাজিম ও পুনার পেশোয়ার সহিত হইবে।

ভারতবর্ষের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস

উপক্রমণিকা

আসিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালাবধি অতিশয় বিখ্যাত। রণদক্ষ বীরপুরুষদিগের আক্রমণ ও এতদ্দেশোৎপন্ন বহুবিধ রমণীয় প্রাকৃতিক পদার্থ এবং শিল্পনৈপুণ্যজাত প্রভৃত সামগ্রীর বাণিজ্যবশতঃ এই দেশ অতি প্রাচীন কালে রোমকাদি রাজ্যে অতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইউরোপখণ্ডের লোকেরা পূর্ব্বে এইরূপ কল্পনা করিতেন এই সংসারের মধ্যে যাবতীয় রামণীয়ক পদার্থ আছে ভারতবর্ষ সেই সকল মনোহর দ্রব্যে বিভূষিত, ইহা সুবর্ণ ও রত্নাদির আকরস্থান, এবং নানাপ্রকার সুরভি দ্রব্যের মনোহর পরিমলে পরিপূর্ণ। যদিও তাঁহাদিগের এই কল্পনা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তথাপি ভারতবর্ষ এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বদেশাপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশ এমত উর্ব্বর ও সুদৃশ্য রমণীয় পদার্থে পরিপূরিত যে এই পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থান এতদ্রূপ আর লক্ষিত হয় না। যদ্যপি ভারতবর্ষ সভ্যতা, শাসনপ্রণালী ও শিল্পবিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য না হয়, তথাপি এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে

যে ঐ সকল বিষয়ের এক প্রকার অনুশীলন হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত। পূর্ব্ব সীমা মণিপুর পর্ব্বত, এবং বঙ্গসাগর। দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর। পশ্চিম সীমা আরবসাগর এবং সিন্ধুনদ। ইহা এক্ষণে প্রায় অষ্টাদশ কোটী বিংশতি লক্ষ লোকের আবাস স্থান। এই দেশ দীর্ঘে প্রায় ৮০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় ৬৬০ ক্রোশ। গ্রীশ দেশীয় লোকেরা ইহাকে ইণ্ডিয়া ও মুসলমানেরা হিন্দুস্থান বলিত, এই জন্য ইংরাজেরা ইহাকে কখন ইণ্ডিয়া কখন বা হিন্দুস্থান বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের সমান লক্ষণাক্রান্ত; ইহার কোন২ প্রদেশ উষ্ণকটিবন্ধস্থিত স্থানের ন্যায় প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তাপিত হয়, কোন কোন প্রদেশ সুমেরুসন্নিহিত দেশ তুল্য অত্যন্ত শীতল। স্থানের অত্যন্ত বন্ধুরতা নিবন্ধন এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কাশ্মীরের তুল্য মনোহর জল ও বায়ু বোধ হয় পৃথিবীর কোন স্থানেই আর লক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে মরুভূমি আছে। সিন্ধুদেশ নিরবচ্ছিন্ন সিকতারাশিতে পরিপূর্ণ। দিল্লী প্রদেশে আর একটী দশ ক্রোশ বিস্তৃত মরুভূমি আছে। যদিও বিন্ধ্যগিরির উত্তরস্থিত আর্য্যাবর্ত্তের অনেকানেক স্থান কদর্য্যতৃণরাশিতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়, তথাপি ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই শ্যামলশস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মানবদিগের মন উল্লাসিত করিয়া থাকে।

এই দেশীয় লোকদিগের ধান্য গোধুমাদি প্রধান আহার সামগ্রী, এই জন্য ইহারা সাতিশয় পরিশ্রম পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যের চাস্ করিয়া থাকে। এই স্থানে শর্করা, অহিফেন, নীল ও তূলাদি জন্মে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কৃষিকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহার স্থানে স্থানে বহুদেশবিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারাবৃত মহাবন সকল আছে। ঐ সকল বনে গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র, ছাগল, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি বিস্তর পশু থাকে। তন্মধ্যে হস্তী ব্যাঘ্র গণ্ডার প্রভৃতি অত্যন্ত ভয়ানক। ভারতবর্ষে বহুবিধ ধাতুদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় হীরক অতি উৎকৃষ্ট। গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানে হীরকের প্রধান খনি আছে। লৌহ ও লবণ এ দেশে বিলক্ষণ জন্মে। ভারতবর্ষে উষ্ণ ও শীত প্রধান দেশের বৃক্ষলতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, পর্ব্বতের সর্ব্বপ্রদেশে কিছু জল বায়ু সমান নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে আফ্রিকাদেশীয় বৃক্ষাদি জন্মে, এবং তুষারসঙ্ঘাতমণ্ডিত পর্ব্বতের শিখরদেশে সুমেরু ও কুমেরু সন্নিহিত দেশস্থ তরুলতাদি নয়নগোচর হয়। হিমগিরির ঊর্দ্ধ প্রদেশে যত উঠাযায় ততই ভারতবর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল দেশের পাদপাদি দেখাযায়।

ঐ হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গা ও যমুনা নদী বহির্গত হইয়াছে। হিমালয়ের যে উন্নত ভূমি দিয়া ইহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গোত্তরীর উপরিস্থলে গোমুখী।

কাপ্তেন হজ্‌সন্‌ অতিকষ্টে ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছেন যে গলিত তুষার হইতে গঙ্গা গোমুখাকার স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। বোধ হয় এই নিমিত্ত গোমুখী নাম হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষের মধ্যদেশে এক পর্ব্বত আছে। ইহার নাম বিন্ধ্য। ইহা ভারতবর্ষকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্ব্বতের উত্তরখণ্ডস্থিত প্রদেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত, আর দক্ষিণ খণ্ডের নাম দাক্ষিণাত্য। ভারতবর্ষে ঘাটগিরি প্রভৃতি অন্যান্য আরও পর্ব্বত আছে। মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি কল্পে দেশের উত্তমতা বিলক্ষণ আবশ্যক করে। ভারতবর্ষের মধ্যস্থান প্রভৃতি কয়েকটী স্থান সর্ব্ববিষয়ে উত্তম এইজন্য তথাকার সুদীর্ঘকায় ওজস্বী পুরুষেরা এক সময়ে নিজ ভুজবল দ্বারা আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রভাব ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যশাসনশৃঙ্খলা স্মরণ করিয়া এক্ষণে আমরা গর্ব্ব করিতে পারি। পৃথিবীর অপরাপর স্থানের ন্যায় ভারতবর্ষে অতিপূর্ব্বকাল হইতে লোকের বসতি হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুরাই যে ইহার আদিবাসী তাহার কোন স্থিরতা নাই। পরন্তু কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত এই স্থির করিয়াছেন তাহারা ঈরাণ দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়া বাস করিয়াছে। হিন্দুরা যেমন প্রাচীন জাতি, তেমন সভ্যতা বিষয়েও তাহারা বর্ত্তমান যাবতীয় জাতির অগ্রগণ্য। যখন মিশর, গ্রীশ ও ইটালী দেশে শিল্প ও অন্যান্য বিদ্যার উপক্রম হইতেছিল মাত্র, তখন ভারতবর্ষে বিদ্যার সম্যক্‌ প্রচার হইয়াছিল, ও অশেষ

শিল্পনৈপুণ্যজ্ঞাপক ভূরি ভূরি কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ সকল সন্দর্শন করিলে সকলকে বিমোহিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কিন্তু এক্ষণে বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়া আসাতেই ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উন্নতির লোপ হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট পুরাবৃত্তগ্রন্থ নাই, তবে মহাভারতাদি যেসকল প্রাচীন গ্রন্থ আছে তদ্দ্বারা বাস্তবিক পুরাবৃত্তের কাল নিরূপণ করা বড় সুসাধ্য নয়, কারণ ঐ সকল গ্রন্থে অনেক কল্পিত গল্পও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীশ ইতিহাস লেখকদিগের দ্বারা এই-মাত্র জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে যে, পারস্যাধিপতি ডেরায়শ হিস্টাসপীশ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পারস্য রাজ্যে যত টাকা রাজস্ব উঠিত তাহার তৃতীয়াংশ তিনি ভারত-বর্ষে পাইতেন। এবং যখন ডেরায়শের পুত্র জারক-সেশ্ গ্রীশ আক্রমণ করেন, তখন তিনি এতদ্দেশীয় সৈন্য তথায় লইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়।

খৃষ্টীয় শকের ৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীশাধিপতি শেকন্দর বাদশাহ সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পঞ্জাবের রাজা পুরুর সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। পরে শতদ্রু নদীর তীরে আসিয়া সৈন্যেরা নানাপ্রকার ক্লেশে ক্লান্ত হওয়াতে, আর অগ্রসর হইতে কোন ক্রমেই সম্মত হইল না, ইহাতে শেকন্দর শতদ্রু পার হইতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার বক্‌ত্রিয়া ও শীরিয়া দেশোদ্ভব সেনাধ্যক্ষেরা সময়েং যমুনা ও গঙ্গা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত অধিপতি হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহাদিগের যাহা কিছু ক্ষমতা হইয়াছিল তাহা দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাতার জাতীয়দিগকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। গ্রীশদেশীয়েরা যে ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল অধুনা তাহা কেবল তাহাদিগের সময়ের প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা স্থির হইতে পারে, এক্ষণে তাহাদের অন্য কোন প্রকার কীর্ত্তি এতদ্দেশে বর্ত্তমান নাই। ঐ মুদ্রা পঞ্জাব ও তাহার উত্তরাংশস্থ পার্ব্বত্য দেশে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেকন্দর বাদশাহের অধিক দিন পূর্ব্বাবধি টায়ার ও সাইডনের বন্দর হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপ খণ্ডে

রেশম ও মসলা প্রেরিত হইত। টায়ারের নাশের পর আলেকজন্দ্রিয়া যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যের সৌকর্য্যই তাহার মুখ্য কারণ। আলেকজন্দ্রিয়া ও পারস্য খাড়ি দিয়া রোমিকেরা এতদ্দেশীয় নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইত।

অনন্তর মহম্মদের মতাবলম্বীরা পারস্য মিশর ও আশিয়ার সমুদয় অভ্যন্তর স্থানে অস্ত্র বিস্তারিত করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাহারা চারি শত বৎসরের অধিক কাল বিবাদকার্য্যে ব্যাসক্ত থাকিয়া অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করে।

১০০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের এক বংশের নাশ, অপর বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এসমস্ত বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইলে ইতিহাস বাহুল্য হইয়া উঠে। প্রথমতঃ গিজনীর সুলতান মামুদ বারম্বার আক্রমণের পর পঞ্জাবের অধিপতি হন এবং লাহোরে রাজধানী স্থাপিত করেন। ঐ সময় অনঙ্গপাল লাহোরের রাজা ছিলেন। একশত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সুলতান মামুদের বংশাবলীর অধিকার থাকে, তদনন্তর মহম্মদ ঘোরি আসিয়া দিল্লী অবধি আক্রমণ করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেনাপতি কুতবউদ্দিন কর্ত্তৃক দিল্লী মুসলমানরাজধানী হয়। ঘোরি বংশীয়ের পর কতগুলি দাস রাজা হইয়াছিল। মহম্মদ ঘোরির প্রতিপালিত এক দাস ছিল, উহারা তাঁহার বংশোদ্ভব।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে খিলিজীবংশীয়েরা রাজা হয়। তোগ্‌লকবংশীয় রাজারা তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইতিমধ্যে মোগলেরা তাতার ও অন্যান্য স্থানে জয়

লাভ করাতে সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। খৃ ১৩ শতাব্দীতে তাহারা মহাবল চেঙ্গেজ খাঁর অধীনে ইয়ুরোপখণ্ডে রোম রুশিয়া পোলণ্ড হঙ্গেরি ও বোহিমিয়া পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, অন্যান্য খণ্ডেতেও তাহাদিগের বিক্রমের ক্রটি হয় নাই। তৈমুর হিন্দুকুশ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হন এবং সিন্ধুনদ পার হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কোন প্রকার বাধা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর অধিকার করিয়া লন—তৈমুর অত্যন্ত নৃশংস ছিলেন। এক সময় তিনি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া এক লক্ষ কারাবন্দীকে বিনষ্ট করেন। তিনি দিল্লীতে অতি অল্পদিবস থাকেন, পরে নগর লুঠ ও রাজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া তাতার রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর অনেক ক্লেশে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন—বাবর মোগল সাম্রাজ্য রীতিমত স্থাপিত করেন। তিনি যেরূপ যুদ্ধক্ষম তদ্রূপ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন—তিনি শিল্পসাহিত্যবিদ্যার সহায়তা করিতেন। তিনি বেহার পর্য্যন্ত জয় করিয়া ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স চোয়ান্ন বৎসর হইয়াছিল।

বাবরের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে সন্নিবেশিত হয়েন। ঐ সময় সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল, রাজস্বের অবস্থাও উন্নত ছিল। অধিকন্তু তিনি প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ছিলেন। সাহিত্য বিদ্যার চর্চার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, অপিচ তিনি বীর-

পুরুষও ছিলেন। আফগানদিগের সহ এক যুদ্ধে বাবর জয়ী হইয়াও বিশ্বাসঘাতীদিগের ষড়যন্ত্রে পতিত প্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু বহুকষ্টে প্রাণ রক্ষা করেন। ভ্রাতৃবর্গ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা তাঁহার দুরবস্থার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিদ্রোহিতা করত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। আফগানজাতীয় শেয়ার শাহ ঐ সিংহাসনে সন্নিবেশিত হন, এবং পাঁচবৎসর কাল রাজ্য করেন। শেয়ার সাধারণের উপকারী অনেক বিষয় সম্পাদন করেন, বিশেষতঃ ঘোটকডাক স্থাপিত করেন। হুমায়ুন অপহরণকারিদিগের হস্ত হইতে আপনার আধিপত্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকর্ম্মা হইতে না পারিয়া পারস্য বাদশাহ তমাসফের নিকট আশ্রয় লন। তিনি হুমায়ুনকে সাতিশয় আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন।

হুমায়ুন অভিনব সুহৃদের সহায়তায় বিদ্রোহীদিগের দণ্ড করেন, এবং ষোল বৎসর অনুপস্থিতির পর দিল্লীতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার পূর্ব্ব রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন, কিন্তু এত দুঃখের পর অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। এক দিন ছাদের উপর পাদচারণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ পাদস্খলন হইয়া নীচে পড়িয়া যান, এবং ঐ আঘাতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়।

হুমায়ুনের পুত্র আকবর পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর হয় নাই। আকবরের এতাদৃশ বাল্যাবস্থার আনুষঙ্গিক অবিবেচকতার

প্রতিবিধান তাঁহার পিতার সেনাধ্যক্ষ ও মন্ত্রিবর বেরামখাঁর প্রাজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতাতে সম্পন্ন হইয়াছিল। বেরাম খাঁ তাঁহারও মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর রাজ্যের স্থানে স্থানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, বেরাম খাঁ তাহা নিবারণ করিতে সত্বর হন, এবং তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। প্রথমতঃ হিমু নামক এক জন হিন্দুরাজা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর সম্রাট ইহা প্রচার করেন। হিমু মহাসাহসে আকবরের সৈন্যসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে ধরা পড়েন, ও বেরাম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। এই জয়ের পরই দিল্লী আগরা ও পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইল।

বেরাম খাঁ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্কশ ও উদ্ধত স্বভাব হেতু রাজ্যের সকল লোকেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, এদিকে আকবরও তখন যৌবনাবস্থায় অধিরূঢ় হইলেন, সুতরাং পরাধীন থাকা তাঁহার অসন্তুষ্টিজনক হইল না, এই নিমিত্ত তিনি বেরাম খাঁকে কর্ম্মত্যক্ত করেন, ইহাতেই বেরাম খাঁর আর অভিমানের অবধি রহিল না। এত যে পূর্ব্বাবধি শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, এই ঘটনায় এক কালে বিদ্রোহী হইলেন। পরন্তু তাঁহার যাহারা সহায় ছিলেন ক্রমে ২ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতেই তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটিল। বেরাম খাঁ আকবরের আশ্রয় লইলেন, মহানুভব আকবর তাঁহাকে মক্কাতীর্থে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে জনেক আফগান তাঁহাকে বিনষ্ট করে, উহার পিতাকে তিনি এক যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে (১৫৬০ সালে) পঞ্জাব দিল্লী আজমীর লখনৌ ও গোয়ালিয়ার লইয়া আকবরের সাম্রাজ্য হয়। তিনি সমুদায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য বিস্তার করণে আগ্রহী হন।

আকবর প্রথমতঃ মালোয়া অধিকার করেন—পরে উদয় পুরের মধ্যে চিতোরের দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু উক্ত দুর্গ তাঁহার সমুদায় রাজ্যকালে অধিকৃত হয় নাই। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর দেশ তাঁহার অধিকৃত হয়। তদনন্তর তিনি বাঙ্গলায় আধিপত্য স্থাপিত করেন—আকবর বুদ্ধি ও কৌশলে সমুদয় রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরপ্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত করেন। কাশ্মীর রাজ্যও তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি ১৫৯৬ শকে দক্ষিণ রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন, এবং দুই বৎসরের পর তাহার অধিকাংশ স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করেন।

আকবর যেমন যুদ্ধশীল ছিলেন তেমন রাজনীতিসম্পন্ন ছিলেন—তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ইতর বিশেষ করিতেন না, তিনি অতীবগুণগ্রাহী ছিলেন, রাজা তোড়ল্মল ও মানসিংহের প্রতি রাজস্ব বিষয়ের ভার ছিল। তাহারা রাজস্ব নির্ব্বাহ বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, আকবর আমাদিগের কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও পারস্যভাষায় অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। তিনি আমিষ ভোজনে অনুরক্ত ছিলেন না। এই মহানুভব প্রসিদ্ধ সম্রাট ১৬০৫ শালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আকবরের মৃত্যুকালে তাঁহার সাম্রাজ্য পঞ্চদশ

সুবাতে বিভক্ত ছিল, যথা আলাহাবাদ, আগরা, অযোধ্যা, আজমীর, গুর্জ্জর, বেহার, বাঙ্গলা, দিল্লী, কাবেল, লাহোর, মুলতান, মাহী, বেরার, খান্দেশ, এবং আমেদনগর।

আকবর একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার সেলিম নাম ছিল, পরে তিনি বাদশাহ হইয়া জাহাঙ্গির অর্থাৎ পৃথ্বীজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি এক বৎসর রাজ্য করিলে তদীয় পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করত লাহোর আক্রমণ করেন, জাহাঙ্গির তাহার সমুচিত দণ্ড করিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারীর অনেকগুলিকে কয়েদ করেন, তাহার মধ্যে খসরু ছিলেন, জাহাঙ্গির তাহাকে একবৎসর বন্দী রাখেন। বাদশাহ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এক মৃত সুবাদারের গুণসম্পন্না ও লাবণ্যময়ী বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ নারী নুরজাহান নামে বিখ্যাতা হন। ইং ১৬১৫ সালে ইংলণ্ড হইতে প্রথম জেমস্ বাদসাহ সর তমাস রো সাহেবকে আজমীরে প্রেরণ করেন, ঐ সময় ইংলণ্ড হইতে যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগের কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে, সম্রাটের নিকট তাহার স্থিরতা করিয়া যাওয়াই রো সাহেবের ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রো সাহেব তিন বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। জাহাঙ্গিরের ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। কথিত আছে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সম্মতি ক্রমে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গিরকে নিতান্ত নুরজাহানপ্রিয় দেখিয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র সাজাহান ভাবিলেন যে বিমাতার কুপরামর্শে তাঁহার রাজ্যাধিকারী হওয়া ভার হইবেক, অতএব মনের ভাব আর গোপন না রাখিয়া স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন, এবং আগরা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি সেবার পরাভূত হন; পরে কএক বৎসরাবধি বিবাদে প্রবৃত্ত থাকেন।

এই সময় এমন এক ঘটনা হইল যাহাতে সমুদয় কার্য্যের গতিক এককালে পরিবর্ত্ত হইয়া যাইত, কেবল নুরজাহানের সাহস ও কৌশল দ্বারা তাহার অন্যথা হয়। পঞ্জাবের গবর্ণর মহবত খাঁ জাহাঙ্গির বাদসাহের অনুগত ভৃত্য ছিলেন। সাজাহান বিদ্রোহী হইলে মহবত তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ পরাস্ত করেন। যখন সাজাহান গুর্জ্জর ও বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট হইয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন, তখন মহবত তাঁহার সাতিশয় প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন। অনন্তর নুরজাহান বাদসাহকে পরামর্শ দেন মহবত খাঁ আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিতে মন্ত্রণা করিয়াছে। ইহাতেই মহবতের প্রতি জাহাঙ্গির বাদসাহের মনো ভঙ্গ হইয়া গেল। মহবত, বাদসাহের মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং বারম্বার আজ্ঞানের পর তিনি আপনার রক্ষার উপযুক্ত পাঁচ হাজার অশ্বারোহী রজঃপুত সৈন্য লইয়া লাহোরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় জাহাঙ্গির বাদসাহ শিবির সন্নিবেশিত করিয়া রহিয়াছিলেন। মহবত শিবিরে প্রবিষ্ট হইলে বাদসাহ তাঁহাকে অনাদর করিলেন,

এবং তাঁহার নিকটে রাজস্ব ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির হিসাব চাহিলেন। মহবত বাদসাহের এতাদৃশ আচরণে ক্রোধে অধীর হইলেন। পর দিবস তিনি সসৈন্যে বাদসাহের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। বাদসাহের সৈন্যেরা ঐ সময় নুরজাহান রাজ্ঞীর সঙ্গে শতদ্রুপারে গিয়াছিল।

নুরজাহান স্বামীর এইরূপ দুর্দ্দশা জ্ঞাত হইবা মাত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন যেকোন প্রকারে হউক মহবতের হস্ত হইতে বাদসাহকে মুক্ত করিতে হইবেক। প্রবল শত্রুর সম্মুখে নদী পার হওয়া বড় সহজ নহে। পরাক্রমশালী নুরজাহান স্বয়ং নদী পার হইয়া শত্রুদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। মহবতের সৈন্যেরাও বিপক্ষ দিগকে বিধিমতে আক্রমণ করে। পরিশেষে অনেক ওমরাও চারিদিক্ হইতে মহবতের রজঃপুত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। পরন্তু মহবতের জয় হইল, নুরজাহান লাহোরে পলায়ন করিলেন। পরে জাহাঙ্গিরের পত্র পাইয়া তাঁহার শিবিরে আইলেন। মহবত মনে করিয়াছিলেন নুরজাহানকে প্রাণে বিনষ্ট করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না। নুরজাহান চতুরতা পূর্ব্বক মহবতের সম্মুখে বাদসাহের সহ সাক্ষাৎ করিলেন। জাহাঙ্গির মহবতের নিকট প্রার্থনা করিলেন নুরজাহানের প্রাণ রক্ষা হয়। মহবত তাহা স্বীকার করেন।

অনন্তর মহবত জাহাঙ্গির বাদসাহকে কাবলে লইয়া গিয়া যেরূপ মান্য করা উচিত তাহাই করিতে লাগিলেন। বাদসাহ মহবতের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন

ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাতে মহবত্ত বাদসাহকে মুক্তি দিলেন এবং আপনি পূর্ব্ববৎ অবস্থা অবলম্বন করিলেন।

মহবতের প্রতি নুরজাহানের ক্রোধের শান্তি হয় নাই, অতএব তিনি তাহাকে সংহার করিবার পথ দেখিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গির বাদশাহ মহবতকে নুরজাহানের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। মহবত্ত একণে অসহায়, সুতরাং পলায়ন করিলেন। অনন্তর জাহাঙ্গির বাদশাহ কাশ্মীরে কাসরোগাক্রান্ত হন এবং চিকিৎসক-দিগের পরামর্শানুসারে লাহোরে আনীত হইতে ছিলেন, পথিমধ্যে ৯ নবেম্বর ১৬২৭ শালে তাঁহার মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গির, সাজাহান ও সেরায়ার নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সাজাহান ১৬২৭ শালে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। তৈমুর বংশে কেবল তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা জীবিত রহিলেন মাত্র, আর ভ্রাতা ও ভাতৃপুত্রাদি সকলকেই বিনষ্ট করিলেন।

পরে দক্ষিণ রাজ্যে বাদশাহী সেনাপতি লোদি নামে এক জন সাহসিক ওমরাও, পাঠানবংশোদ্ভব বলিয়া সিংহাসনের দাওয়া করিলেন। সাজাহান তাহার দণ্ড করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু লোদী অস্ত্রত্যাগ করাতে মালোয়ার রাজকর্ম্ম-চারী নিযুক্ত হইলেন। পরে বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে রাজধানীতে আসিলেন। সাজাহান তাহাকে অনা-দর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ফলতঃ বিবাদ উপস্থিত

হইল। ওমরাও সত্বরে তিন শত অনুবর্ত্তি লোক সমভিব্যাহারে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন, শত্রুরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর হইতে কাতর শব্দ শ্রুত হইল। লোদী গিয়া দেখেন যে সকলের গাত্রে শোণিত প্লাবিত হইতেছে। ইহার কারণ এই, পাছে বাদসাহ কর্ত্তৃক অবমানিতা হয় সেই ভয়ে স্ত্রীরা তরবারি দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া জীবনের শেষ করিতে চেষ্টা পাইয়া ছিল। অনন্তর লোদী দুই পুত্র ও সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন, ও যাইতে২ বলিতে লাগিলেন, আমার প্রত্যাগমনে দুরাত্মা জাহাঙ্গিরকে কম্পিত হইতে হইবেক। পরন্তু লোদীর সকল চেষ্টা বৃথা হইল, তাঁহার দুই পুত্রের মরণ হয় এবং তিনি ও তদীয় অনুবর্ত্তিরা বিপক্ষদিগের আঘাতে নিপাতিত হইলেন।

সাজাহান দক্ষিণ রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন, ও তথাকার রাজাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা পাদাবনত করিলেন। তিনি কান্দাহার ও তাহার দেশের রাজধানী বক্‌নগরী অধিকার করিতে সৈন্য পাঠান বটে, কিন্তু, কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন নাই। তিনি আসাম অধিকার করিয়া পূর্ব্বদিকে স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারিত করেন।

সাজাহান প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া নানা কীর্ত্তির দ্বারা হিন্দুস্থানের শোভা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অভিনব দিল্লী নিজনামানুসারে সাজাহানবাদ বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছিলেন। তথায় এক লোহিত প্রস্তরের চমৎকার শোভাপূর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানীয় যুম্মা মসিদ দেখিতে অতি সুন্দর, যেমন

ভারতবর্ষে আর নাই। কিন্তু তিনি স্বীয় রাজ্ঞীর স্মরণার্থ আগরাতে যে মমতাজ মহল অথবা যাহা অপভ্রংশে তাজমহল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সকল কীর্ত্তির অগ্রগণ্য। ইহা সমুদয় শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, অভ্যন্তরে মণিমুক্তা নিবেশিত আছে। কথিত আছে ইহা নির্ম্মাণে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সাজাহান পর্ত্তুগিস্‌দিগকে হুগলী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

সাজাহান ত্রিশ বৎসর রাজ্য করেন, তাঁহার শেষ দশায় আরংজেব কর্ত্তৃক সাত বৎসর আগরার দুর্গে বদ্ধ থাকিয়া, ১৬৬৬ সালে লোকযাত্রা সম্বরণ করেন।

পিতাকে আগরার দুর্গে বন্দী রাখিয়া আরংজেব ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে কারাবাসে বা যুদ্ধে হউক বিনষ্ট করিয়া, ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি অতি ক্ষমতাশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রীতি নীতির স্থিরতা ছিল না। তাঁহার সময় মোগল সাম্রাজ্যের শেষ উন্নতি হয়। আরংজেব সিন্ধুনদ হইতে কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পদে পদে আরংজেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। মালোয়া ও কনখলের সন্নি প্রদেশ-বাসী হিন্দুরা শিবাজির সহায়তায় প্রবল হইয়া উঠে। এবং যত দিন শিবাজী জীবিত ছিলেন, ততদিন তাহারা কষ্টসৃষ্টে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারগ হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজীর নাশের পর তাহারা দুর্ব্বল হইল, এবং অগত্যা সম্রাটকে কর দিতে লাগিল। ১৭০৭ সালে আরংজেবের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরংজেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহালম সিংহাসন গ্রহণ করেন। এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অধিকারী থাকেন। সাহালমের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাঙ্গীর শাহ সিংহাসন অধিকার করিলেন। তদনন্তর ফিরোকশায়র বাদশাহ হইয়া ছয় বৎসর রাজ্য করেন। ফিরোকশায়রের পর দুই যুবরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অনন্তর মহম্মদ শাহ সম্রাট বলিয়া প্রচারিত হন। তিনি একবিংশ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার পরে তদীয় পুত্র আহম্মদ শাহ পিতৃ সিংহাসনাধিকার করেন। তদনন্তর আলমগীর, ও আলমগীরের পর দ্বিতীয় সাহালম বাদশাহ হন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহই আরংজেবের তুল্য উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের সময় অধিকৃত কর্ম্মচারিরা চারিদিকে স্বাধীন হইতে সচেষ্ট হইল। ফলতঃ সম্রাটেরা এমন দুরবস্থ হইলেন, যে, কোন কর্ম্মচারী আর তাঁহাদিগকে ভয় করিল না, যে, যেখানে নিযুক্ত ছিল সে সেইখানকার অধিপতি হইতে লাগিল। দক্ষিণ রাজ্যের গবর্ণর নিজাম উলমলক্ প্রবল হইয়া উঠিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কেবল স্বাধীন হইল এমন নহে, তাহারা সম্রাটদিগের প্রপীড়ন করিতে লাগিল। এতাদৃশ

মার্চান্টস্ অব্ ইংলণ্ড ট্রেডিং, টু দি ইষ্টইণ্ডিস্”-নাম প্রাপ্ত হয়। ইহার পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস কেবল বাণিজ্যের কথামাত্র। এই সময় ইংরাজ কর্ম্মকারকদিগের অবস্থা এত হীন ছিল, যে ১৭২৫ সালে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টেরা কলিকাতায় তাহাদিগের প্রেসিডেন্টকে লিখিয়া পাঠান, হাজার টাকা ব্যয়ে তোমার শকট ও অশ্ব ক্রয় করা অনুচিত হইয়াছে, এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ের অর্থ পুনর্ব্বার রাজকোষে জমা দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। ঐ সময় ইংরাজদিগের একখানা রণতরি আসিয়া পণ্ডিচরিতে উপস্থিত হইল। ফ্রেঞ্চরা কর্ণাটের নবাবের আশ্রয় লওয়াতে ইংরাজেরা ভয় পাইলেন, এবং একটী গুলিও নিক্ষেপ না করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পরে ফ্রেঞ্চদিগের যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মান্দ্রাজের নিকট উত্তীর্ণ হইল। এম লা বর্ডনে ঐ জাহাজের কর্ত্তা হইয়া আইসেন, তিনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ইংরাজদিগের সহ কএক সামান্য যুদ্ধের পর বর্ডনে সাহেব মান্দ্রাজের পথে জাহাজ লোঙর করিলেন এবং সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করিলেন। ইঙ্গরাজেরা এই সঙ্কটে কর্ণাটের নবাব আনুরুদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন প্রকার উপহার না দেওয়াতে নবাব আশু তাহাদিগের প্রতি কোন মনোযোগ করেন নাই। তৎকালে ফোর্ট সেন্ট জর্জ এমত উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল না, যে ইঙ্গরাজেরা ফ্রেঞ্চদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। কাজে কাজেই উক্ত দুর্গে ফ্রেঞ্চদিগের জয়পতাকা উত্তীর্ণ হইল। ঐ সময় পণ্ডিচরির গবর্ণর ডুপলে সাহেব এশিয়া খণ্ডে ফ্রেঞ্চদিগের সকল স্থানের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কোন প্রকার সন্ধির কথা না শুনিয়া মান্দ্রাজ অধিকার করিলেন এবং তথাকার ইংরাজদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন। তাঁহার এতাদৃশ আস্পর্দ্ধা নবাবের পক্ষে অসহ্য হইল এবং তিনি সসৈন্যে তাঁহার প্রতিফল দিতে যাত্রা করেন। পরন্তু ডুবলে তাঁহাকে পরাভূত করাতে তিনি আর্কটে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইংরাজদিগের মান্দ্রাজের অধিকার গেল এবং তাঁহারা ফোর্ট সেন্ট ডেবিডে আপনাদিগের প্রধান ছাউনী করিলেন। ডুবলে তাহাও আক্রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করেন। এই সময় কর্ণাটের নবাব ইংরাজদিগের সহ প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য ডুবলে এযাত্রায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু ঐ অব্যবস্থিত নবাব পুনর্ব্বার ফ্রেঞ্চদিগের সহ মিলিত

দুরবস্থার সময় পারস্য দেশের অধিপতি নাদর শাহ ১৭৩৯ সালে দিল্লী আক্রমণ করেন। তিনি এক দিনে ত্রিশ হাজার প্রাণী বিনষ্ট করেন, ও কত টাকার দ্রব্যাদি যে লুঠ করিয়াছিলেন তাহার সঙ্খ্যা করা সহজ নহে। ক্রমে ক্রমে বেলচ দেশীয়েরা আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। শিকজাতীয়েরাও পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শতক্র নদীর বামপার অবধি আধিপত্য বিস্তার করিল। পরে জাট, রোহেলা ও এইরূপ কত জাতীয়েরা যে প্রবল হইয়া উঠিল তাহার নিরূপণ করা যায় না। এক জন বাঙ্গলা অধিকার করে—অপর ব্যক্তি কর্ণাট আক্রমণ করে। ফলতঃ বিশৃঙ্খলতার আর অবধি রহিল না। অপিচ এই সময়ে কত যে নবাব, রাজা ও সরদার হইয়াছিল তাহার সঙ্খ্যা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ১৭৪০ সালে তাহারা মোগলদিগের অধিকার পরিত্যাগ করিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপখণ্ড হইতে যাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদিগের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত হইল। পোর্ত্তুগিস্‌রাই প্রথম ইউরোপীয়দের এতদ্দেশে বাণিজ্যের পথ প্রদর্শন করে। তাহারা বহুকাল প্রবল ছিল, ক্রমশঃ তাহাদিগের অধঃপতন হইল। দিনামার দিগেরও পোর্ত্তুগিস্‌দিগের ন্যায় অবস্থা ঘটে। কেবল ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চরা প্রবল রহিল।

যখন ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, তখন স্ব স্ব বাণিজ্যের উন্নতির প্রতিই প্রত্যেকের অভিলাষ ছিল, রাজা অধিকারী

হওয়া কাহারো লক্ষ্য ছিল না। যে যে স্থান বাণিজ্যের উপযুক্ত বোধ করিল সে সেই স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিল। ফরাসিসরা বর্বোঁ মরীচ ও অন্যান্য দ্বীপ অধিকার করেন, এবং পণ্ডিচরিতে ও চুঁচড়াতে এক এক কুঠী নির্ম্মাণ করেন।

ইংরাজেরা প্রথমতঃ যাবার অন্তঃপাতি বেন্তাম, ও সুরত, তদনন্তর ক্রমশঃ করমণ্ডল উপকূলে মশলিমাপাত্তাম, মান্দ্রাজপাতাম ও নিগাপাতামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠী নির্ম্মিত করেন। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় চার্লস বাদশাহ পোর্ত্তুগিস রাজকন্যা বিবাহ করাতে বোম্বাই যৌতুক পাইয়াছিলেন, তাহাও তিনি সদাগরদিগকে অর্পণ করেন। শেষে সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ইংরাজদিগের হইল। এক্ষণে ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিবরণ লিখিত হইতেছে। ১৫৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর কতকগুলি সদাগর ইলিজাবেত্ত রাজ্ঞীর নিকট পনের বৎসরের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ও চীনীয় সাগরে একচেটীয়া বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রার্থনা করেন। তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হয়, সনন্দ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্ত হইত। ১৬৩৫ সালের প্রথম চার্লস বাদশাহ অর্থের অসদ্ভাব হওয়াতে সর উইলিয়ম কোর্টীয়ার ও অন্যান্যদিগকে কোম্পানির অধিকারবাহিরে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। তৃতীয় ইউলিয়ম বাদশাহ দুই কোটি টাকা পাইয়া এক নূতন কোম্পানিকে আদি কোম্পানির সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া সনন্দ প্রদান করেন। অনন্তর উভয় কোম্পানি সম্মিলিত হইয়া “ইউনাইটেড কোম্পানি অব

হইলেন। ইংরাজেরা আড্‌মিরাল বস্‌কাওনের রণতরির সাহায্যে পণ্ডিচরি লইবার যে চেষ্টা করেন, তাহাতে কৃতকর্ম্মা হইতে পারিলেন না। বরং তাহাদিগের এক হাজার ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই সময় উভয় পক্ষের মঙ্গলজনক ইউরোপে একস্‌লা চেপেলির সন্ধির সংবাদ (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে) আসিয়া পঁহুছে। ঐ সন্ধির দ্বারা ইংরাজেরা মান্দ্রাজ প্রাপ্ত হইলেন। এবং ফ্রেঞ্চেরা তাঁহাদিগের আবার কিছু না করিতে পারে এই নিমিত্ত সেন্টডমাসের উপদুর্গ অধিকার করিলেন।

মান্দ্রাজ ফ্রেঞ্চদিগের হস্তান্তর হইয়া ইংরাজদিগের হস্তগত না হইতে হইতেই, তাঞ্জোরের সিংহাসনচ্যুত রাজা সাহুজি, ফোর্ট সেন্ট ডেবিডে আসিয়া ইংরাজদিগের শরণাগত হইলেন। এবং স্বীকার করিলেন যদি তোমরা আমাকে পুনর্ব্বার রাজ্য দিতে পার তবে যথেষ্ট পুরস্কার করিব। ইংরাজেরা তাঞ্জোরের রাজাকে তদীয় সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইল না। পরন্তু দ্বিতীয়বার সৈন্য প্রেরণ করাতে রাজ্যাপহারক প্রতাপ সিংহ আপনা হইতেই যথার্থ উত্তরাধিকারী সাহুজিকে বিত্ত দিতে চাহিল। তাঞ্জোরের রাজ্যচ্যুত রাজা দেখিলেন ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকার উত্তম ফল লাভ হইবেক না, সুতরাং বিবেচনা করিয়া বিত্ত গ্রহণ করা শ্রেয়স্কল্প স্থির করিলেন। প্রতাপ সিংহ ইংরাজদিগকে ডেবিকোটের দুর্গাধিকার ত্যাগ করেন। কোলরুণ নদীতে বাণিজ্য করিবার পক্ষে উক্ত দুর্গ অতি উপযুক্ত।

১৭৩৬ সালে ত্রিকাণপালির রাজার পরলোক হয়। তাঁহার তিন স্ত্রীর মধ্যে দুই জন সহমৃতা হয়, অপর এক জন রাজত্বের দাওয়া করিল। এরূপ দাওয়া স্বীকার করা মৃতরাজার সেনাপতির মনোগত ছিল না; এবং সে এক দল ব্যক্তিকে আপন পক্ষ করিল। ইহাতেই রাণী আরকত্তের নবাবের নিকট এ সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব সৈন্য পাঠাইলেন, চাঁদ সাহেব ঐ সৈন্যদলের কর্ত্তা ছিলেন। তাঞ্জোরের প্রাচীরমধ্যে সৈন্য প্রবিষ্ট করিয়াই চাঁদ সাহেব উক্ত নগর আপনি লইবার চেষ্টা করিলেন। আরকত্তের নবাবের মন্ত্রিরা চাঁদসাহেবকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। চাঁদ সাহেব তাহাদিগের আহ্বান গ্রাহ্য করিলেন না। সুতরাং তাহারা স্বাভীষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত মহারাষ্ট্রদিগের সহ যোগ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বিপরীত ফল দর্শাইল, তাহারা চাঁদ সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া সাতারায় কয়েদী করিয়া লইয়া গেল। এবং ত্রিকাণ পালীতে আপনাদিগের পক্ষের এক জনকে গবর্ণর নিযুক্ত করিল।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সাহেবের স্ত্রী এক পুত্র লইয়া পণ্ডিচরিতে পলায়ন করেন। তথাকার গবর্ণর ডুপ্লের সহায়তায় চাঁদ সাহেব স্বাধীনতা পাইলেন। কিন্তু তিনি ত্রিকাণপালী প্রবেশ করিতে পান নাই। এই সময়ে দক্ষিণরাজ্যে নাজিম উলমলকের মৃত্যু হয়। তাঁহার সিংহাসনাধিকার লইয়া ত্বরাও বিবাদ উপস্থিত হইল। এ দিকে নাজিমের পৌত্র মজাফর জং উইল দেখাইয়া রাজ্যের দাওয়া করিতে লাগিলেন।

তিনি ঐ সময় কর্ণাটে ছিলেন। প্রথমতঃ চাঁদ সাহেব, পরে ডুপ্লে তাঁহার বাসনা সিদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ওদিকে নাজিমের পুত্র নাজির জঙ্গ জয়পতাকা তুলিলেন এবং ইংরাজেরা তাঁহার পক্ষ হইলেন। অপর, চাঁদ সাহেব ও মজাফর জঙ্গ আরকটের নবাব হইবার মানস করিলেন। ফরাশিশেরা তাহাদিগের সহ আপনাদিগের সৈন্য মিলিত করিলেন। আরকট তাহাদিগের হস্তগত হইল। তথাকার নবাব অনবরুদ্দিন বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে চাঁদ সাহেব রাজা হইলেন। হতভাগ্য নবাবের পুত্র ত্রিকাণপালীতে পলায়ন করিলেন, তথায় তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন; এবং ত্রিকাণপালী হইতে ইংরাজদিগকে জানাইলেন তোমরা আসিয়া আমার সহায়তা কর এবং প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে বিনাশ কর।

পরস্পরের শরণাগতদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই রূপে ইংরাজ ও ফরাশিশদিগকে, বিবাদসূত্রে প্রবৃত্ত হইতে হইল। মেজর লরেন্স নাজির জঙ্গের শিবিরে ৬০০ ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া গেলেন। এম, ডি, অটোএ ফরাশিশদিগের ৪০০ ইউরোপীয় ও ২০০০ সুশিক্ষিত সিপাহী লইয়া মজাফর জঙ্গের সাহায্য করিলেন।

১৭৫০।—ফরাশিশদিগের মধ্যে বিদ্রোহিতা উপস্থিত দেখিয়া নাজির জঙ্গ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মজাফর জঙ্গের বিপক্ষে যাত্রা করেন। এবং যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় মজাফর জঙ্গ তাঁহার সহ সৌহার্দ্দের কথা উত্থাপন করেন। পরে নাজির জঙ্গ

আরকট অধিকার করিয়া মৃত নবাবের পুত্র মহম্মদ আলীখাঁকে তথাকার নবাব করেন। অনন্তর তাঁহার সুহৃদ ইংরাজদিগের সহ বিবাদ করিয়া দুরবস্থায় পড়িলেন। ডুপ্লে ফরাশিশসৈন্যদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া নাজির জঙ্গের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন। ফরাশিশ সেনাপতি, মহম্মদ আলীখাঁর সৈন্যগণকে আরকটের বাহিরে আক্রমণ করিল। নাজির প্রতিহিংসা করিতে গিয়া বিপক্ষদিগের ষড়যন্ত্রে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাসী এক পাঠান ফরাশিশদিগের পরামর্শে তাঁহাকে বধ করে। মজাফর জঙ্গ তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে ডুপ্লের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। তিনি দক্ষিণ দেশে একজন সুবেদার ও আরকটে এক নবাব সন্নিবেশিত করিলেন। নূতন সুবেদার মজাফর জঙ্গ ডুপ্লেকে কর্ণাটে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিচরির মুদ্রাঙ্কিত মুদ্রা ব্যতিরেকে কোন প্রকার মুদ্রা তথায় প্রচলিত হইল না। প্রত্যেক করপ্রদ বা সন্ধিবদ্ধ রাজাদিগের নিকট মোগল সম্রাটের প্রাপ্য টাকা ডুপ্লেই আদায় করিতে লাগিলেন। মজাফর জঙ্গ এক দল ফরাশিশসৈন্য সমভিব্যাহারে গোলকন্দায় সভা করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শত্রুকর্ত্তৃক এক বল্লমের আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

বুশী, মজাফর জঙ্গের সমভিব্যাহারী ফরাশিশ সৈন্যদিগের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অতি চমৎকার। তিনি অন্বেষণ করিয়া অতি-

লম্বে নাজির জঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সলাবত জঙ্গকে উত্তরাধিকারী করিলেন। সলাবত জঙ্গ বুদ্ধিমন্ত ছিলেন। তিনি ফরাশিশদিগের মনোভঙ্গ করেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

এইরূপে যখন ফরাশিশেরা সতর্কতাপূর্ব্বক আপনা-দিগের প্রতিপত্তি লাভ ও ক্ষমতাবর্দ্ধন করিতেছিলেন, ইংরাজেরা তখন নিশ্চিন্ত ছিলেন। অনন্তর মহম্মদ আলী দেখিলেন ইংরাজদিগের আশ্রয়ে আরকটে তাঁহার নবাবীপদ রক্ষা করা ভার হইবেক, অতএব তিনি ফরাশিশদিগের সহ সদ্ভাব বন্ধনে আগ্রহী হই-লেন। ইংরাজেরা ইহার অন্যথা করিবার নিমিত্ত মহম্মদের সহায়তা করিতে অল্পসংখ্যক সৈন্য পাঠা-ইলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বিশেষ ফল দর্শিল না; সুতরাং আরকট বিপক্ষের হস্তগত হইল।

ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ এক যুবা পুরুষ কর্ম্ম-কারক ছিলেন, তাঁহার নাম রবার্ট ক্লাইব। তিনি ভদ্রবংশীয় মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান। অষ্টাদশ বৎ-সর বয়সে তিনি কোম্পানির কেরাণী হইয়া আসিয়া-ছিলেন। তিনি তেজীয়ান পুরুষ ছিলেন, সুতরাং কেরাণীগিরি কর্ম্ম তাঁহার মনোমত ছিল না। লা-বর্ড-নে মান্দ্রাজ হস্তগত করিয়া যে কএকজন ইংরাজকে

কারাবদ্ধ করেন, ক্লাইব তাহার মধ্যে একজন ছিলেন। ক্লাইব বাঙ্গালির বেশ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ফোর্ট সেন্ট ডেবিডে পলাইয়া আসিলেন।

১৭৪৭ সালে ক্লাইব সৈনিক কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হন। তিনি তাঞ্জোরের যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিলেন। যেখানে তিনি যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন তথায় আপনার সাহস ও বুদ্ধির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে তিনি কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুইবার তাঞ্জোরের দুর্গে ইংরাজদিগকে রক্ষা করেন। ঐ সময়ের গবর্ণর সেণ্ডারসন সাহেবকে জ্ঞাত করেন, অল্প আয়োজনে চাঁদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রূপে যুদ্ধ করা সম্ভাবনীয় নহে। অতএব অগ্রে আরকট আক্রমণ করা শ্রেয়ঃ, আমি তাহার সেনাপতিত্ব গ্রহণে প্রস্তুত আছি। অনন্তর ক্লাইব কএকটী কামান ও ৫৮০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করেন, তাহার মধ্যে দুইশত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।

১৭৫১—চাঁদসাহেবের পক্ষ একাদশ শত লোক আরকটের রক্ষক ছিল, ক্লাইবের সৈন্যদিগকে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ভয়ে আরকট নগর ও দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু চাঁদসাহেবের প্রধান প্রধান সৈন্য ভয় পায় নাই, তাহারা ত্বরায় নগর রক্ষার্থে আসিল এবং ক্লাইব ও তাঁহার সঙ্গিদিগকে এক মাস এক সপ্তাহ বেষ্টিত করিয়া রাখিল। এই আক্রমণের সময় মান্দ্রাজের সিপাহীরা অপূর্ব্ব প্রভুপরায়ণতা দেখাইয়াছিল। যখন আহারীয় সামগ্রীর অভাব হইল তখন তাহারা এই বলিল, আমা-

দিগের তণ্ডুল বা অন্য কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক করে না। আমরা মাড় ভক্ষণ করি, ইউরোপীয়েরা অন্ন আহার করুন।

যে পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের জয় লাভ করণের সংশয় ছিল, সেপর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। পরে যখন ক্লাইব চাঁদসাহেবকে ঘোর সঙ্কটে ফেলিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ক্লাইব কাহার সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নগর হইতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত কতগুলি সৈন্যের সহযোগ পাইয়া চাঁদসাহেবের পুত্র রাজাসাহেবকে পরাভূত করেন। কনজিবিরাগ স্থানে ফরাশিশেরা এক মন্দির দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা সমভূম করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ ও সেণ্ট ডেবিডে প্রত্যাগমন করিলেন।

আরকট নাশে চাঁদসাহেব অস্থির হইলেন এবং পুনর্ব্বার সৈন্য পাঠাইয়া উহা অধিকার করিয়া লইলেন। ক্লাইবও পুনর্ব্বার ১৭০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ইহার মধ্যে ৪০০ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। ক্লাইব আসিতেছেন এই রব শুনিয়া বিপক্ষেরা পলায়ন করিল, এবং তাহারা ক্লাইবকে প্রাচীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার যে কৌশল করিয়াছিল তাহাও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ক্লাইব তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবন করেন, এবং সেবারও বিজয়ী হইয়া সেণ্ট ডেবিডে প্রত্যাগত হন।

১৭৫২—মহম্মদ আলী মহীসুর ও তাঞ্জোরের অধিকারীদিগকে এবং অনেক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আপন পক্ষ করেন। কিন্তু ফরাশিশদিগের সহায়তা থাকাতেই চাঁদসাহেব অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিলেন। এই নিমিত্ত ইংরাজদিগের সেনাপতি যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মেজর লরেন্স বিলাতে গিয়াছিলেন, তিনি ঐ সময় মান্দ্রাজে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহ ইউরোপীয় অনেক সৈন্য আসিয়াছিল; তিনি ক্লাইবকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিপক্ষের হস্ত হইতে ত্রিকাণপালি উদ্ধার করিতে গমন করিলেন। ডুপ্লে সাহেব চাঁদসাহেবের প্রাবল্য রক্ষা করিতে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটী করিলেন না। অনন্তর পথিমধ্যে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগের এরূপ রণদক্ষতা, ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হয় যে তাহা দেখিয়া চাঁদসাহেব ও তাঁহার সহায় ফরাশিশেরা ত্রিকাণপালির সম্মুখীন সৈন্য লইয়া সেরিঙ্গহাম দ্বীপে প্রস্থান করিলেন—ঐদ্বীপ কোলরুণ নদীর দুই শাখার মধ্যে স্থিত।

মেজর লরেন্স ফরাশিশদের অপেক্ষা অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া কএক সপ্তাহ ঐস্থান অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। উপরি উপরি কতিপয় যুদ্ধ হইল। পরে চাঁদসাহেব ও ফরাশিশ সেনাধ্যক্ষ না বুঝিতে পারিলেন ইংরাজদিগের গতি রোধ করা কোন কার্য্যকারক হইবেক না। অতএব চাঁদসাহেব তাঞ্জোরের সেনাধ্যক্ষ মনাকজির দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা নির্বন্ধের কথা চালিত করিবার প্রস্তাব করেন। মনাকজি শপথ পূর্ব্বক চাঁদসাহেবের নিকট, প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন,

তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে বিপদুন্মুক্ত করিবেন। কিন্তু যে মাত্র চাঁদসাহেব তাঁহার শিবিরে আসিলেন, তিনি তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ করিলেন। পরে তিনি ছোরা দ্বারা চাঁদসাহেবের যন্ত্রণা ভোগ এককালে শেষ করিলেন।

চাঁদ সাহেবের ও ফরাশিশ সেনাপতি লা সাহেবের অধীন সৈন্যেরা শীঘ্রই পরাভূত হইয়া গেল। পরে তাহাদিগের সকলের ভাগ্যে কারাবন্ধন ঘটিল।

১৭৫২ সালের ৩রা জুন ইংরাজদিগের সহিত ফরাশিশদের এক সন্ধি হয়। তদনুসারে কাপ্তেন ডাল-টন সেরিঙ্গহাম দ্বীপ, অধিকার করিলেন, ফরাশি সৈন্যেরা সেন্টডেবিডে গমন করিল। তাহাদিগের সাহায্যকারীরাও স্ব স্ব স্থানে গেল।

১৭৫৪—কর্ণাটের যে সকল স্থান পূর্ব্বে অধিকৃত হয় নাই, লরেন্স সাহেব মহম্মদ আলীর সহ একত্রে, তৎ সমুদয় অধিকার করিয়া লইলেন। ঐ সময় মহীসুরের সেনাধ্যক্ষ নঞ্জিরাজ ত্রিকাণপালী দাওয়া করিতে লাগি-লেন। মহম্মদ আলী তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হই-য়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যুপকারের নিমিত্ত তিনি ত্রিকা-ণপালী ও তদধীন স্থান সকল এবং কন্যাকুমারী অন্ত-রীপ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবেন। মহম্মদ আলী প্রতি-শ্রুত রক্ষা না করাতে, নঞ্জিরাজ ত্রিকাণপালী লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনবার তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পরে তিনি সুস্পষ্টই ফরাশিশদিগের সহ মিলিত হইলেন, এবং ত্রিকাণপালী আক্রমণ করি-লেন। মেজর লরেন্স কতিপয় যুদ্ধে নঞ্জিরাজ ও তাঁহার সহায় ফরাশিশদিগকে পরাভব করেন। ক্লাইব

অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া কোবলঙ্গ ও চিঙ্গলীপটের দৃঢ় আশ্রয় সকল অধিকার করিলেন। অনন্তর ১৭৫৪ সালের ২ রা আগস্ট ইংরাজ ও ফরাশিশদিগের ভারতবর্ষে পরস্পরের সন্ধিনিবন্ধন প্রস্তাব হইতে থাকে। ঐ সময় ইউরোপ খণ্ডে উভয় জাতি সদ্ভাববদ্ধ ছিলেন। এই সন্ধি প্রস্তাবের অন্যথা না হয় এনিমিত্ত বিলাত হইতে ইংরাজদিগের কএক খানা যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে আইসে, এবং ফরাশিশদিগের পক্ষ কএক জন কমিস্যনরও আসিয়া উপস্থিত হন। অনন্তর ১৭৫৫ সালের ১১ জানুয়ারি সন্ধির শেষ হয়।

সন্ধিপত্রানুসারে ইংরাজ ও ফরাশিরা পরস্পরের অধিকৃত স্থান সকল পাইলেন। অপর, ইহাও ধার্য্য হইল যে এতদ্দেশীয় রাজপুরুষদিগের বিবাদে কেহই হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ইংরাজেরা মহম্মদ আলীর, রাজস্ব আদায় বিষয়ে ও অবাধ্য অধিকৃতদিগকে সুশাসিত করণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এবং ফরাশিরাও দক্ষিণ রাজ্যের সুবাদারের সহায়তা করিতে বুশীর প্রতি নিষেধ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা এই মাত্র প্রতিপালন করিয়াছিলেন যে স্বয়ং কোন বিবাদসূত্রে লিপ্ত হন নাই।

মালাবর উপকূলে পঞ্চাশ বৎসরাবধি বোম্বেটীয়াদিগের দৌরাত্ম্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। বিলাত হইতে ইংরাজদিগের যে যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত ছিল, তদ্দারা তাহারা বোম্বেটীয়াদিগকে সুশাসিত করিতে প্রবর্ত্ত হন। ১৭৫৫ সালে কমোডর জেম্স সেবারণদ্রূপ দুর্গ ও বাণকুটী দ্বীপ পূর্ব্বেই

অধিকৃত করিয়াছিল। পরে ১৭৫৬ সালের ফিব্রুয়ারি মাসে আড্‌মিরল ওয়াট্‌সন, ক্লাইবের সহযোগে বোম্বেটীয়াদিগের প্রধান স্থান ঘেরিয়া অধিকার করিলেন। জয়লব্ধ দ্রব্যে ক্লাইবের বিস্তর সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল।

আরংজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে পাপানুষ্ঠানদ্বারা আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালা দেশের অধিপতি হয়েন। পরে ক্রমশঃ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যখন আলিবর্দ্দি খাঁর হস্তে এই তিন প্রদেশের আধিপত্য ছিল তখন প্রজাগণ তাঁহার ন্যায়ানুগত বিচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাসকল এমত সুখী হইয়াছিল যে তাহারা পূর্ব্বতন কোন রাজার অধীনে তাদৃশ সুখসম্পত্তি লাভ করে নাই। আলিবর্দ্দিখাঁ অতি উত্তমরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিয়া (১৭৫৬) মানবলীলা সম্বরণ করেন। আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা স্বভাবতঃ অত্যন্ত স্বার্থপর ও নিতান্ত নিষ্ঠুর এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তিনি কোন অংশেই তাঁহার মাতামহের সদৃশ লোক ছিলেন না। এই নূতন নবাব প্রজাদিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন। ইংরাজদিগের প্রতি ইঁহার যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ ছিল। একদা সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন আমার মাতামহের আধিপত্য-

কালীন যে বাণিজ্যিক যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে অবিলম্বে মৎসন্নিধানে প্রেরণ করিবে। ইংরাজেরা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ ঔদাস্য করিলে পর, তিনি ঐ বৈদেশিক লোক দিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি, ইংরাজদিগের কাশিম বাজারে যে কুঠী ছিল তাহা লুঠ করিলেন, অবশেষে বহুসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া কলি-কাতাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গে ইংরাজদি-গের দুইশত মাত্র সৈন্য ছিল। তন্মধ্যে ৬১জন ইউ-রোপীয়। এই সকল সৈনিকেরা কিরূপে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা কিছুই জানিত না। ইংরা-জদিগের যুদ্ধোপকরণও উত্তমরূপ ছিলনা। আর সৈনিকদিগের আহার সামগ্রী দুর্গমধ্যে অতি অল্প ছিল। এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজেরা অনেক টাকা দিয়া নবাবের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগি-লেন। কিন্তু যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে নবাব কোনমতেই সন্ধি করিবেন না, তখন ইংরাজেরা অগত্যা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইলেন।

১৭৫৬।—দুরবস্থান্বিত হইলে লোকে কদাচ উদ্যম সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত দুরবস্থা প্রস্ত ইংরাজ বণিকেরা ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে একত্রিত হইয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার স্থির করিলেন। গবর্ণর ও সেনাধ্যক্ষ এবং কৌন্সলের মেম্বরেরা পর্য্যন্ত পলাইয়া হাবড়ায় জাহাজ আরোহণ করিয়া রহিলেন। ১৪৬ ব্যক্তি কলিকাতায়

পড়িয়া থাকেন, তাহার মধ্যে কৌন্সলের দ্বিতীয় মেম্বর হলওয়েল সাহেব ছিলেন। নবাব দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সহজেই তাহাদিগকে হস্তগত করেন। এবং হলওয়েল সাহেবকে বলেন অস্ত্র ত্যাগ করিলে তোমার মস্তকের একটী কেশও স্পর্শ করা যাইবেক না।

এইরূপে সিরাজউদ্দৌলা সকলকে নিরস্ত্র করিয়া রাত্রির নিমিত্ত তাহাদিগকে কারাবদ্ধ রাখিতে রক্ষীদিগকে আদেশ করেন। রক্ষীরা তদনুসারে হতভাগ্য ইংরাজদিগকে (২০ এ জুন ১৮৫৭) এক অন্ধকার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করে। ঐ গৃহ বার হাত দীর্ঘ ও অনধিক নয় হাত প্রস্থ। তাহার দুইটি মাত্র অতিক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। ১৪৬ প্রাণীর মধ্যে তেইশ জন মাত্র প্রাতঃকালে জীবিত থাকে, দুই এক দিনের মধ্যে ঐ তেইশ জনেরও কয়েক ব্যক্তির জ্বররোগে মৃত্যু হয়। এতদ্দেশে যে নিদারুণ অন্ধকূপহত্যার কথা প্রচার আছে তাহা এই। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া ইহার নাম আলীনগর দেন। পলাতক ইংরাজেরা এই দুরবস্থার সংবাদ সমেত মান্দ্রাজে একখানি জাহাজ প্রেরণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

১৭৫৬।—চিজিঙ্গাপট আক্রমণ করিয়া ক্লাইব বিলাত যাত্রা করেন, তথা হইতে ফোর্ট সেণ্ট ডেবিডের

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। বোম্বাইপথে উপস্থিত হইয়া বোম্বেটীয় এঙ্গ্রিয়াকে সম্যক পরাভূত করেন। পরে ক্লাইব ফোর্ট সেণ্ট ডেবিডে গিয়া স্বীয় কার্য্যের ভার লইলেন। আগষ্ট-মাসে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার নিদারুণ অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ ফোর্ট সেণ্ট ডেবিডে পঁহুছিল, ক্লাইব তথা হইতে অক্টোবর মাসে দশ খানি জাহাজ ও ২৪০০ সৈন্য এবং আটটী কামান লইয়া ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলায় আসিয়া উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ হইয়াই পাঁচ দণ্ডের মধ্যে কলিকাতা অধিকার করেন। অনন্তর হুগলি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, পরে সিরাজ-উদ্দৌলার সহ সন্ধি বন্ধন প্রস্তাব হয়।

১৭৫৭।—ক্লাইবের সহ নবাবের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে, ৯ ফিব্রুয়ারি সিরাজউদ্দৌলার সহ যে এক সন্ধিপত্র লিখিত পঠিত হয়, তদ্দ্বারা ইংরাজেরা তাহাদিগের সকল কুঠী প্রাপ্ত হন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিয়া দৃঢ় করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ক্লাইব ফরাশিশদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূরীকরণ মানসে চন্দন নগর আক্রমণ করেন। উক্ত স্থান তাঁহার হস্তগত হয়। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত উমিচাঁদ ও মীরজাফর সচেষ্ট হইলেন। উমিচাঁদ কলিকাতায় কারবার করিতেন এবং মুরসিদাবাদে কোম্পানির কর্ম্মকারক নিযুক্ত ছিলেন। মিরজাফর যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া ইংরাজদিগকে আপন পক্ষ করেন। উমিচাঁদ মন্ত্রণা অব্যক্ত রাখিবেন

এই নিমিত্ত ক্লাইবের নিকট ত্রিশ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব সিরাজউদ্দৌলাকে বন্ধুত্ব জানাইয়া কয়েক পত্র লেখেন। এমন কি, কোন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন যদি ইংরাজদিগের সহায়তা পাই তাহা হইলে নবাবের সহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় এক লক্ষ সৈন্য উপস্থিত করি। ক্লাইব সেই পত্র সিরাজউদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করেন।

মীরজাফর ও ইংরাজদিগের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার সন্দেহ জন্মিল। ক্লাইব ১৭৫৭ সালের ১৩ই জুন চন্দন নগর হইতে নয়শত ইউরোপীয় ও দুই হাজার একশত সিপাহী এবং দশটা কামান লইয়া নবাবের প্রতিকূলে যাত্রা করেন। সিরাজউদ্দৌলার পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারোহী এবং ষোলটা কামান ছিল, ইহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। (২২ জুন ১৭৫৭ সাল, প্রাতঃ কালে ৮টার সময় উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই প্রহরের সময় দুর্ভাগ্য বশতঃ বৃষ্টি হওয়াতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া যায়, সুতরাং সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যেরা গুলি নিক্ষেপ করিতে অপটু হইয়া পড়িল। এদিকে ইংরাজেরা মহাসাহসে ভীষণ বেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই নবাবের সৈন্যদিগকে বিশৃঙ্খল হইয়া পলায়ন করিতে হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার শিবির হস্তগত করিলেন।

তখন সিরাজউদ্দৌলা মুরশিদাবাদে পলায়ন করেন, তথায় কাহার সহায়তা প্রাপ্ত না হওয়াতে, বেহারে

ফরাশিশদিগের আশ্রয় লইবার মানস করিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। নাবিকেরা দ্রুত-বেগে নৌকা চালাইতে লাগিল, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল। সিরাজউদ্দৌলার ২।৩ দিন আহার হয় নাই। তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজমহলে এক ফকীরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে সিরাজউদ্দৌলা ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ফকীর একণে তাঁহাকে আপন গৃহে অসহায় পাইয়া প্রতি-হিংসার মানস করিল, এবং তাঁহার আহারের জন্য খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দিয়া গোপনে মীরজাফ-রের নিকট সংবাদ পাঠাইল। মীরজাফর সিরাজউদ্দৌ-লাকে অবরোধ করিয়া আপন পুত্র মীরণের হস্তে সম-র্পণ করিলেন। নির্দ্দয় মীরণ সিরাজউদ্দৌলাকে নিহত করান।

ক্লাইব ২৫এ জুন মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সিরা-জউদ্দৌলার সেনাধ্যক্ষ মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন। মুরশিদা-বাদের রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ না থাকাতে, মীরজা-ফর ইংরাজদিগকে পূর্ব্ব স্বীকৃত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না। ক্লাইব অগত্যা অর্দ্ধেক টাকা গ্রহণ করিলেন, ও বাকি টাকা তিন বৎসরে তিনবারে দিবার কথা স্থির হইল। কিন্তু যে উমিচাঁদ সিরাজ-উদ্দৌলার প্রতিকূল মন্ত্রণা অপ্রকাশিত রাখিয়া, ক্লাইব ও মীরজাফরের অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, তিনি এক পয়শাও পাইলেন না। ক্লাইব উমিচাঁদকে অম্লান

বদনে বলিলেন, তোমাকে টাকা দিব বলিয়া আমার ও ওয়াট্‌সনের স্বাক্ষরিত যে কাগজ দেওয়া গিয়াছে তাহা কোন কার্য্যের নহে। উমিচাঁদ ক্লাইবের মুখে এই কথা শুনিয়া একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অনন্তর অর্থ শোকে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কিছুকাল পরে লোকযাত্রা সম্বরণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্লাইব মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব করিয়া, বেহারের ফরাশিশ গবর্ণরকে নুতন নবাবের অধীনত্ব স্বীকার করাইবার মানস করিলেন, এবং সেই মানস সিদ্ধির নিমিত্ত মেজর কুটীকে সৈন্য সহিত তথায় প্রেরণ করেন। পাটনার নিকট গিয়া কুটীর সৈন্যদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটনা হয়। এই অবকাশ পাইয়া ফরাশিশেরা বেহার হইতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্লাইবের পরামর্শ অনুসারে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রণয় হয়।

১৭৫৭ সালে ফরাশিশেরা ত্রিকণপালী আক্রমণ করিলে, তথাকার ইংরাজ গবর্ণর কালিয়ড্‌ উহা রক্ষা করেন। কর্ণেল অল্‌ড্রর্‌ন্‌ ফরাশিশ অধিকার ওয়ান্দেশ জ্বালাইয়া দেন। ফরাশিশেরাও কুঞ্জবিরাম জ্বালাইয়া দিয়া ইংরাজদিগের প্রতিহিংসা করেন, ও বীজাগপটাম অধিকার করেন। বীজাগপটামে ইংরাজদিগের অধিক টাকার এক কুটী ছিল।

১৭৫৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ফ্রান্স হইতে ফরাশিশদিগের কতগুলি সৈন্য পণ্ডিচরিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কিছু দিন পরে ফরাশিশ সেনাধ্যক্ষ কাউন্ট লালীও যথেষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী লইয়া তথায় আইলেন, লালী অতি সাহসিক, ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ইংরাজদিগ হইতে কদেলর অধিকার করিয়া, পরে কোর্ট সেন্ট ডেবিড অবরোধ করেন। এক মাসের পর (১৭৫৮, ২ রা জুন) কোর্ট সেন্ট ডেবিড লালীর হস্তগত হয়। দুই হাজার সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্য, ঐ স্থানের রক্ষক ছিল।

লালী, কোর্ট সেন্ট ডেবিড অধিকার করিয়া দেবীকোঠে গমন পূর্ব্বক উহা অধিকার করেন, তাহার পর আরকট লালীর হস্তগত হয়।

১৭৫৮ সালের ১২ ই ডিসেম্বর লালী, মান্দ্রাজের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার সাত হাজার সৈন্য ছিল, তাহার মধ্যে তিন হাজার ইউরোপীয়। লালী, ঐ যাত্রায় মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি ব্লাক টাউন হস্তগত করেন, কিন্তু তথাকার দুর্গ হস্তগত করিতে পারেন নাই। লালী ক্রমাগত দুইমাস গোলাক্ষেপ করিয়া দুর্গ প্রবেশের পথ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারের কেহই ঐ দুর্গে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। বরং, ১৭৫৯ সালের ফিব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদিগের পঞ্চাশটা কামান ও বিস্তর যুদ্ধসামগ্রী মান্দ্রাজের নিকট আসাতে, ফরাশিশেরা আপনাদিগের আহত ও রোগী ব্যক্তিদিগকে এবং অয়লব্ধ দ্রব্যাদি ফেলিয়া পণ্ডিচরিতে পলায়ন করিলেন।

লালী, ১৭৫৯ সালে দক্ষিণ দেশের সুবাদার সলাবত জঙ্গের নিকট হইতে বুশীকে পণ্ডিচরিতে আহ্বান করেন। বুশীর আগমনে অনেক রাজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরদারেরা সলাবত জঙ্গের শত্রু হইয়া উঠিলেন। এবং ঐ সকল শত্রুর মধ্যে একজন বীজাগপট্টাম অধিকার করিয়া লন। ক্লাইব সেনাধ্যক্ষ ফোর্ডকে দক্ষিণ দেশে সলাবত জঙ্গের প্রতিকূল ব্যক্তিদিগের সহ মিলিত হইতে প্রেরণ করেন। ফোর্ড মশলিপট্টামের দৃঢ় দুর্গ ভঙ্গ করাতে, সলাবত জঙ্গের মনে ইংরাজদিগের প্রতি এতাদৃশ দৃঢ় ভক্তি জন্মিল, যে তিনি ফরাশিশদিগের সহিত প্রীতিবদ্ধ থাকা আর আবশ্যক বোধ করিলেন না। তিনি ফোর্ডের সহ স্থির করিলেন, মশলীপট্টাম ইংরাজদিগের অধিকারেই থাকিবেক, ফরাশিশদিগের একজন সৈন্যকেও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে আসিতে দিবেন না।

১৭৫৯।—১৭৬০ ও ১৭৬১ সালে ইংরাজদিগের যে সকল যুদ্ধ হয় তৎসমুদায়ে ফরাশিশদিগের অমঙ্গল ঘটনা হইয়া উঠিল। ১৭৬১ সালে কর্ণেলকুটী ইংরাজ-সৈন্যদিগকে চালনা করিবার নিমিত্ত ইউরোপ হইতে আগমন করেন। এই সময় লালীর প্রতি ফরাশিশ সৈন্যদিগের বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহারা তাঁহার আজ্ঞা-পালনে সম্মত ছিল না। তথাপি লালী ইংরাজদিগের (১৭৫৯ সালে) অধিকৃত ওয়ান্দেশ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত মহা সাহসে ঐ সকল সৈন্যের সহিত যাত্রা করেন। বুশীও ঐ সঙ্গে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। কর্ণেলকুটী এই সংবাদ

পাইয়া সত্বরে ওয়ান্দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং এক যুদ্ধেই লালীকে পরাভূত করিয়া ওয়ান্দেশ রক্ষা করিলেন এবং বুশীকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ওয়ান্দেশের যুদ্ধেই ফরাশিশদিগের অলক্ষণের সূত্রপাত হইল। ইহার পর ফরাশিশেরা আর ইংরাজদিগের নিকট জয়ী হইতে পারিলেন না। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের প্রধান আশ্রয় পণ্ডিচরি আক্রমণ করিয়া, ১২ই জানুয়ারি তাহা সমভূম করিয়া ফেলেন। অধিকন্তু চীপড়, জিঞ্জি ও মাহী ইংরাজ দিগের অধিকার হওয়াতেই ভারতবর্ষে ফরাশিশদিগের প্রধানত্ব এককালে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

সপ্তম অধ্যায়।

বাঙ্গলার বৃত্তান্ত।

১৭৫৯।—দ্বিতীয় আলম্‌গীর বাদশাহের পুত্র সাহাআলম্, পিতার নিকট হইতে বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার সুবাদারী গ্রহণ করিয়া মীরজাফরকে পদচ্যুত করিতে যত্নবান্ হন। ক্লাইব মীরজাফরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্য লইয়া পাটনা গমন করেন। বাদশাহপুত্রের সৈন্যেরা ক্লাইবকে দেখিবামাত্র পলায়ন-পর হইল। মীরজাফর ক্লাইবের এতাদৃশ উপকারের

পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহাকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়, এমত এক জায়গীর প্রদান করেন।

অনন্তর ক্লাইব পাটনা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, দিনেমারদিগের সাতখানা জাহাজ, সাতশত ইউরোপীয় ও আটশত মালাই-সৈন্য সহিত কলিকাতার নিকট উপস্থিত রহিয়াছে। ইহাতে ক্লাইব অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া কর্ণেলফোর্ডকে একহাজার পাঁচশত সৈনা সহিত দিনেমারদিগের অবরোধ করিতে পাঠাইলেন। কর্ণেলফোর্ড দিনেমারদিগকে পরাভূত করেন।

ক্লাইব এই সময় শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত বিলাত গমন করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে বাঙ্গলায় যে সকল কর্ম্মকারক রহিলেন তাঁহারা সকলেই স্বার্থপর। মীরজাফরের ব্যবহার তাঁহাদিগের স্বার্থ-পরতা চরিতার্থ হইবার অনুকূল হইয়া উঠিল। এই সময় সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সাআলম্ পিতৃ-সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, মীরজাফরের নিকট কর গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মীরজাফর তাঁহাকে কর দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, মীরজাফর তাহাতে ইংরাজদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তৎকালে ইংরাজদিগের নিকট মীরজাফরের ঋণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা মীরজাফরকে মৌখিক আশ্বাস প্রদান করিলেন মাত্র, কাজে কিছুই করিলেন না। বরং ঐ সময়ের গবর্ণর বান্সীটার্ট ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মীরজাফরের পরিবর্ত্তে তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে

বাঙ্গালার নবাব করিতে সচেষ্ট হইলেন। মীরকাসিম ইংরাজদিগকে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন।

বান্‌সীটার্ট (১৭৬০, ২৭ সেপ্টম্বর) সসৈন্যে মীরজাফরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি যাবতীয় রাজকর্ম্মের ভার মীরকাসিমের প্রতি সমর্পণ কর। মীরজাফর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া এককালে নবাবী পদ পরিত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার পদে মীরকাসিমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মীরকাসিম ইংরাজদিগকে পূর্ব্বস্বীকৃত টাকা দিবার অভিপ্রায়ে প্রজাদিগের উপর অতিরিক্ত কর অবধারিত করেন। ইহাতে বিপরীত ফল দর্শিল। প্রজাদিগেরও প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেন না, এবং ইংরাজদিগেরও সমুদায় টাকা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন।

এই সময় কোম্পানির অবস্থা বিবেচনা করিলে স্থির হইবেক, তাঁহারা বণিক ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। বিলাতে কোম্পানির এইরূপ নিয়ম ছিল, যিনি পাঁচহাজার টাকার অংশ ক্রয় করিতেন, তিনি কোম্পানির কার্য্য বিষয়ে মতামত প্রদান করিতে পারিতেন। কোম্পানির কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত, অংশীদিগের মধ্যে চব্বিশজন অধ্যক্ষ ও একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি মনোনীত হইতেন।

মীরজাফরের সহ কোম্পানির বন্দোবস্ত ছিল তাঁহার অধিকারে কোম্পানির পণ্যদ্রব্যাদির নিমিত্ত শুল্ক

প্রদান করিতে হইবেক না। কিন্তু কোম্পানির কর্ম্ম-কারকেরা নিজ নিজ বাণিজ্যের নিমিত্ত শুল্ক দিবেন না এমন কোন কথা ছিল না। মীরকাসিম নবাব হইলে কোম্পানির কর্ম্মকারকেরাও নিজ নিজ পণ্য-দ্রব্যাদির শুল্কদেওয়া রহিত করিলেন। ইহাতে মীর-কাসিম দেখিলেন কেবল দেশীয় বণিকদিগকে শুল্ক-দেওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। অতএব তিনি অপক্ষপাতী হইয়া, রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করি-য়াও শুল্ক একবারেই তুলিয়া দিলেন। এইরূপে দেশীয় বণিকদিগের সহিত ইংরাজদিগের সমভাব হওয়াতে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। ইংরাজেরা মীরকাসিমকে ভৎসনা করিয়া পুনর্ব্বার দেশীয় বণিকদিগের প্রতি শুল্ক স্থাপন করিতে বলিলেন। মীরকাসিম কিছুতেই পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিলেন না। তাহাতে কোম্পানি এবং ইংরাজ বণিক মাত্রেই মীরকাসিমের প্রতি খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিলেন। পাটনার এজেন্ট এলিস সাহেব রাত্রিকালে পাটনা আক্রমণ করেন। মীরকাসিম এলিসকে পরাভূত করিয়া চারিশত ইংরাজ সহিত তাঁহাকে বন্দী করি-লেন। এইরূপে ইংরাজ ও মীরকাসিমের পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

১৭৬৩—মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাসিমকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করাতে, ইংরাজেরা জনসমাজে যার পর নাই নিন্দাস্পদ হইয়াছিলেন। ঐ নিন্দার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা মীরজাফরকে অন্বেষণ করিয়া, ১৭৬৩ সালের ৬ ই জুলাই পুনর্ব্বার তাঁহাকে বাঙ্গলার নবাব করিলেন।

অনন্তর ইংরাজ সৈন্যেরা প্রথমতঃ মীরকাসিমকে মুরশিদাবাদে, পরে ঘোরিয়াতে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত করেন। ঘোরিয়াতে চারি ঘন্টা যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময়ে মীরকাসিমের কামান যুদ্ধসামগ্রী ও পঞ্চাশ খানা নৌকা খাদ্যদ্রব্যাদি সহ, ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। মীরকাসিম এরূপ দুরবস্থাতে পড়িয়াও একমাস ইংরাজদিগকে অবরোধ করিয়া রাখেন। অবশেষে মীরকাসিম ৫ ই সেপ্টেম্বর মুঙ্গেরে পলায়ন করেন। ইংরাজেরা অচিরে মুঙ্গের হস্তগত করিলেন। এইরূপে মীরকাসিমের যত দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তিনি ইংরাজদিগের প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মীরকাসিম যাবতীয় ইংরাজ-বন্দীদিগকে নিহত করেন।

৬ ই নবেম্বর ইংরাজেরা পাটনা হস্তগত করাতে মীরকাসিম এককালে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অযোধ্যায় পলাইয়া তথাকার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাগত হইলেন। সুজাউদ্দৌলা, মীরকাসিমের জর্ম্মনজাতীয় সমরুনামক একজন সেনাপতিকে

কতগুলি সেনা দিয়া পাটনা আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। সমরু কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন নাই।

১৭৬৫ সালের ৫ ই জানুয়ারি মীরজাফরের মৃত্যু হয়। তাহাতে ইংরাজেরা মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র নাজিবউদ্দৌলাকে বাঙ্গলার নবাব করিলেন। নাজিব-উদ্দৌলা নবাব হইলেন মাত্র, বস্তুতঃ সকল ক্ষমতাই ইংরাজদিগের হস্তে রহিল। ইংরাজেরা নাজিব-উদ্দৌলাকে শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া তাঁহার নিকট মাসিক পাঁচলক্ষ টাকা লইবার স্থিরতা করিলেন।

১৭৬৫।—বিলাতে কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কোম্পা-নির কর্ম্মকারকদিগের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া, ক্লাই-বকে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ক্লাইব ১৭৬৫ সালের ৩ রা মে কলিকাতায় আসিয়া পহুছেন। পহুছিয়া কোম্পানির সিবিল ও মিলেটারি কর্ম্মকারকদিগকে এই রূপ এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লন যে, কেহ এতদ্দেশীয় রাজা-দিগের নিকট উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, বাদশাহের সহিত বিবাদ করিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কএক প্রদেশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে এলাহাবাদ বাদশাহকে সমর্পণ করেন। ইহার পর ক্লাইব, নাজিব-উদ্দৌলাকে বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা তিন প্রদেশ গ্রহণ করেন। তখন বাদশাহ কোম্পানিকে এতদ্দেশের দেওয়ানীপদ প্রদান করিলেন। এইরূপে কলিকাতার রাজকোষে

কোম্পানির রাজস্ব জমা হইতে লাগিল। নবাবের লবণ, সুপারি ও আফিংয়ের যে এক চেটিয়া বাণিজ্য ছিল, তাহা কোম্পানির হইল।

১৭৬৬ শালে ক্লাইব সৈন্যদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

ক্লাইব অর্থ-লোভী ছিলেন বটে, কিন্তু এক বিষয়ে বদান্যতা প্রকাশ করেন। মীরজাফর মৃত্যুকালে তাঁহাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া যান, ক্লাইব তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, অকর্ম্মণ্য ইংরাজ-সৈন্যদিগের বৃত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত মূলধন সংস্থাপন করেন।

ক্লাইব শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত ১৭৬৭ শালে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন, এবং ১৭৭৪ শালে আপনার প্রাণ আপনি বিনষ্ট করেন। ক্লাইবের বয়স উনপঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

ইংরাজেরা শাহালম বাদশাহের নিকট বাঙ্গলা ও কর্ণাটের মধ্যবর্ত্তী উত্তর-সরকার প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশের নবাব মহম্মদ-আলি প্রতিবন্ধকতা করাতে প্রথমতঃ উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে নবাবের সহিত ইংরাজদিগের এইরূপ সন্ধি হয় যে, ইংরাজেরা তাঁহাকে কর প্রদান করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিবেন। এই সন্ধির পর, ইংরাজেরা দক্ষিণ-দেশের রাজস্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মহীশুরের অধিপতি হায়দর-আলী ঐ স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হায়দর অতি চতুর পুরুষ, তিনি কৌশল-পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিদায় করিয়া দেন, এবং মহম্মদ-আলীকে আপন পক্ষ করেন। অনন্তর মহম্মদ আলী হায়দরের পক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের সহিত কএক সামান্য যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য বিনষ্ট করেন। হায়দর, ১৭৬৯ সালের ২৯এ মার্চ, অধিক সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। অনন্তর ইংরাজদিগের সহিত হায়দরের সন্ধি হইল। সন্ধি অনুসারে উভয় পক্ষে উভয়ের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সমুদায় প্রত্যর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা হায়দরের কাডপ্প প্রদেশের অধিকার বিষয়ে সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইলেন। কাডপ্প, পূর্ব্বে মহীশুরের অধীন ছিল, পরে দক্ষিণ-দেশের নবাব তাহা অধিকার করিয়া লন।

১৭৭৩ সালে বাঙ্গালার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যে "বাঙ্গালার এক জন গবর্ণর জেনরল, ও কৌন্সিলে চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বাঙ্গালার অধীন থাকে। কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়"।

ইতিপূর্ব্বে আরকটের নবাব মহম্মদ আলী তাঞ্জোরের রাজার সহিত বিবাদ করেন। ইংরাজেরা মহম্মদ আলীর অতি সৌহার্দ্য-প্রযুক্ত তাঁহার সহায় হইয়া

তাঞ্জোর আক্রমণ করিলেন। মহম্মদ আলীর পুত্র ওমরাও-আল-ওমরাও তাঞ্জোরে প্রবেশ করিয়া তথাকার রাজার সহিত সন্ধি করেন।

অনন্তর এক সময় মহম্মদ আলী ইংরাজদিগকে ইহা জ্ঞাত করিলেন যে, তাঞ্জোরের রাজা সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিতেছেন না। ইংরাজেরা রোষপরবশ হইয়া তাঞ্জোর আক্রমণ পূর্ব্বক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সপরিবারে বন্দী করিলেন। তিনি আট মাস কারাবদ্ধ থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। ওলন্দাজেরা রাজার নিকট নাঙ্গুর নামে এক স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

১৭৭২—সালে হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হন। ইতিপূর্ব্বে দিল্লীর রাজসিংহাসন আফগানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। শাহালম বাদশাহ ঐ সিংহাসন পাইবার নিমিত্ত বারম্বার ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার সাহায্য করিবেন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা না করাতে, অগত্যা তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত মিলিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পৈতৃক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করেন। হেষ্টিংস এই ঘটনায় বাদশাহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বলপূর্ব্বক আলাহাবাদের অধিকার গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় তাহা বিক্রয় করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ও মোগল সৈন্যেরা রোহেলা প্রধান জাবীত খাঁকে আক্রমণ পূর্ব্বক রোহিলখণ্ড লুট করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা জাবীত খাঁর

সহায় হইয়া রোহেলখণ্ড হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাহির করিয়া দেন। রোহেলারা নবাবকে এই সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ঐ স্বীকৃত টাকা না দেওয়াতে, অযোধ্যার নবাব ইংরাজদিগের নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকা স্বীকার করিয়া রোহেলাদিগের বিপক্ষে সৈন্য সাহায্য লইলেন। যুদ্ধ ঘটনা হইলে, রোহেলারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়, ও তাহাদিগের সেনাপতি হাফেজ রহমত খাঁ বিনষ্ট হন।

১৭৭৪—সালের ১ লা আগষ্ট নূতন প্রণালী অনুসারে ইংরাজদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ আরব্ধ হইল। ঐ বৎসর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৭৫ সালে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী আসফউদ্দৌলা কোম্পানিকে বারাণসী প্রদেশের অধিকার প্রদান করেন।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে কুলক্রমাগত পেসোয়া পদ লইয়া গৃহবিবাদ ঘটনা হইল, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজদিগের অধিকার বৃদ্ধির উপায় হইয়া উঠিল। বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা রঘুনাথ রাওকে যথার্থ পেসোয়া বলিয়া স্থির করিলেন। রঘুনাথ রাও ইংরাজদিগকে শালসেট দ্বীপ, বেসীন, ও অন্যান্য কএক স্থান প্রদান করেন। অনন্তর কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরেরা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে মহারাষ্ট্রীয়দের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, রঘুনাথ প্রদত্ত সকল স্থানই ত্যাগ করিলেন,

কেবল শালষত দ্বীপ ও তাহার কয়েক ক্ষুদ্র করপ্রদ দ্বীপের অধিকার লইলেন।

দশম অধ্যায়।

দক্ষিণ রাজ্যের সুবাদার নাজিম আলী স্বীয় ভ্রাতা সলাবত জঙ্গকে উত্তর সরকারের অন্তঃপাতি গণ্টুর সরকারের আধিপত্য প্রদান করেন। এবং ১৭৭৬ সালে ইহা অবধারিত হয় যে, সলাবত যাবজ্জীবন গণ্টুর অধিকার ভোগ করিবেন। সলাবত জঙ্গ নব রাজ্য শাসিত করিতে অক্ষম হইয়া উঠিলেন। অতএব তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ইংরাজেরা সলাবতের সহিত দৃঢ় প্রণয়ে বদ্ধ হইলেন। নাজিম আলীর এমন ইচ্ছা ছিল না, যে, ইংরাজেরা সলাবতের সহিত এত দৃঢ়-রূপে প্রণয় বদ্ধ থাকেন, এই নিমিত্ত তিনি ইংরাজ-দিগকে সৈন্য দিয়া সলাবত জঙ্গের সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার নিষেধ বাক্য পালন করিলেন না। ইহাতে ইংরাজদিগের প্রতি নাজিমের অতিশয় কোপ জন্মিল। ইংরাজেরা তাঁহার কোপশান্তির নিমিত্ত এইরূপ স্বীকৃত হইলেন, অন্য কোন শত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা হইলে, সৈন্য দিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন। নাজিম আলী এই আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কোপ

সম্বরণ করিলেন, এবং বাদশাহ ইংরাজদিগকে সরকার দেশ সম্বন্ধীয় যে দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাতে উত্তর সরকারের অবশিষ্ট স্থান সকল ইংরাজদিগের মান্দ্রাজ প্রদেশের অধীন হইল।

১৭৭৮—সালে ইউরোপে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ইংরাজেরা ভারতবর্ষ মধ্যে ফরাশিশদিগের তাবৎ স্থান অধিকৃত করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং তাঁহারা চন্দননগর, কারিকল, পণ্ডিচরি, মসলিপট্টাম হস্তগত করিলেন। ভারতবর্ষে ফরাশিশদিগের কেবল মাহীদ্বীপ ও তথাকার সামান্য দুর্গ অধিকৃত রহিল মাত্র।

একাদশ অধ্যায়

পাঠকেরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন যে, ইংরাজদিগের প্রতি মহীসুরাধিপতি হায়দর আলীর বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি ইংরাজদিগকে ভূয়ো ভূয়ঃ বলেন, তোমরা মাহী অধিকার করিলেই কর্ণাট অধিকার করিয়া লইব। ইংরাজেরা হায়দরের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, ১৭৭৯ সালের ১৯ মার্চ, মাহী অধিকার করিয়া লন। অবশেষে [illegible] প্রার্থনা অনুসারে তাঁহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত

ইংরাজদিগের কতকগুলি সৈন্য কৃষ্ণানদী পার হইয়া হায়দরের অধিকার দিয়া গমন করে। হায়দর আলী ইংরাজদিগের এই সকল কর্ম্ম দেখিয়া, প্রতিহিংসা করিবার উপযুক্ত সময় পাইলেন, এবং ১৭৭৯ সালের ২১ শা জুলাই এক লক্ষ সৈন্য ও এক শত কামান এবং অন্যান্য প্রকার পর্য্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণ লইয়া কর্ণাটে উপস্থিত হইলেন।

ইংরাজেরা ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন দক্ষিণ দেশের নাজিম এই যুদ্ধে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন, কিন্তু সে আশা বিফল হইল। ইংরাজেরা মাহী হস্তগত করিলেই, হায়দর, নাজিম, ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন করিবার মানস করিয়া একবাক্য হইলেন। হায়দর রীতিমত যুদ্ধ না করিয়া গ্রামদাহ ও নগর সকল হল্লা করিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংশ সেনাপতি সর আয়ার কুটকে সৈন্য দিয়া কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ পাঠাইলেন। কুটের পহুছিবার পূর্ব্বে হায়দর আরকট ও আম্বুর অধিকার করেন। অনন্তর কুট পহুছিয়া ১৭৮১ সালের ১ লা জুলাই আট হাজার সৈন্য লইয়া হায়দরের সৈন্যকে পরাস্ত করেন। ঐ বৎসরের ২৭ শা জুলাই আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতেও কুট জয় লাভ করেন। হায়দর এমন কৌশল পূর্ব্বক কর্ণাট হইতে আহারীয় দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, যে, কুট কর্ণাট পাইয়াও খাদ্য সামগ্রীর নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন।

১৭৮২—সালে হায়দরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার

সৈন্যেরা কর্ণাট হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর হায়দরের পুত্র টীপু সুলতান যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

টীপুর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটনা বহুল করিয়া লেখা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অভিপ্রেত নহে, কেবল এই মাত্র বর্ণিত হইতেছে, হেষ্টিংশ টীপুর সহায়-দিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়া পরস্পরের মনোভঙ্গ করিয়াদিলেন। তাহাতে অনেকেই টীপুর সহায়তা করিতে বিরত হইলেন, কেহ কেহ প্রতিকূলা-চরণও করিতে লাগিলেন। ১৭৮৪ সালের ১১ ই মার্চ্চ টীপুর সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি র্ধায্য হয়। সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষ উভয়ের অধিকৃত স্থান অর্পণ করিলেন

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৭৮৪।—এই বৎসর কোম্পানির কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী পীট্ সাহেব অনেক পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করেন।

এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও অধিকৃত স্থানের রাজস্ব, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর ও কোর্ট অব্ প্রোপ্রাইটর্ এই দুই সভা হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, ইংলণ্ডাধিপতি বা পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ডাইরেক্টরদিগের হস্তেই সমস্ত কার্য্যের ভার ছিল, কিন্তু প্রোপ্রাইটরেরাই

ডাইরেক্টর মনোনীত করিতেন, সুতরাং ডাইরেক্টরেরাই প্রোপ্রাইটরদিগের অধীন ছিলেন বলিতে হইবেক।

ভারতবর্ষীয় অধিকারের আবশ্যকতার বৃদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডাধিপতি ইহার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং ঐ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটী বোর্ড স্থাপন করিলেন। তাহাতে রাজার পক্ষ এক জন কমিশনর, এবং ধনাধ্যক্ষ ও প্রিবি কৌন্সিলের মেম্বর নিয়োজিত হইলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধানের ভার উঁহাদিগের প্রতি অর্পিত হইল। ঐ বোর্ডের নাম বোর্ড অব্ কন্ট্রোল্।

হেষ্টিংশ সদরদেওয়ানী আদালত ও রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন করেন। ১৭৮৫ সালে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিলেন। তথায় লার্ডদিগের সভায়, ভারতবর্ষে তাঁহার অন্যায়াচরণের বিষয় লইয়া বহু কাল বিচার হয়। আট বৎসর পরে তিনি সে দোষে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। অনন্তর ১৮১৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেষ্টিংশ বিলাত গমন করিলে, কৌন্সিলের মেম্বর মেকফারসন সাহেব কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ঐ কর্ম্মে এক বৎসর ছিলেন; তাঁহার সময়ে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই।

১৭৮৬ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর হন। তাঁহার সময়ে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটনা আরম্ভ হইল। ১৭৮৯ সালে টীপু ত্রিবঙ্কুর রাজ্য অধিকার করিতে আগ্রহী হইলেন।

ইংরাজেরা ঐ রাজ্যের রক্ষক ছিলেন। টীপু ত্রিবঙ্কুরের রাজার পনর ক্রোশ ব্যাপী এক দুর্গবদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াও, কতগুলি হিন্দু নায়ার্স অর্থাৎ প্রধান লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এক দিনেই পরাভূত হন।

কর্ণওয়ালিশ মহীশুরে টীপুর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, পুনাতে নাজিম ও পেশোয়ার সহিত সন্ধি করেন।

১৭৯০—সালের প্রথম যুদ্ধে টীপুর জয় হইবেক অনুমান হইয়াছিল, কিন্তু কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে সৈন্য চালনা করিয়া বাঙ্গলোর নগর ও তথাকার দুর্গ হস্তগত করিলেন। তথা হইতে ১৭৯১ সাল ২১ মার্চ্চ টীপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপটন আক্রমণার্থ উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সম্যক্ আয়োজনের অভাব হওয়াতে সে যাত্রা কিছুই করিতে পারিলেন না, শ্রীরঙ্গপটন পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলোরে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

অনন্তর যখন পুনর্ব্বার ইংরাজেরা সমুদয় যুদ্ধ-সামগ্রী সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গপটনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অবরোধ করিলেন, তখন ক্রমশঃ টীপুর সাহস ভঙ্গ হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, তদনুসারে ১৭৯২ সাল ১৮ মার্চ্চ টীপুর সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইল। তাহাতে টীপু, মালবার ডিণ্ডিগল সেলিন বাড়মিল ও আর কতিপয় স্থান ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। ঐ সমুদয় স্থানে ইংরাজদিগের ২৪০০০ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি লাভ হইল।

কর্ণওয়ালিশ মহীশুরের যুদ্ধ শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা বর্দ্ধনে যত্নশীল হইলেন। তিনি জমিদারী প্রথার বন্দোবস্ত করেন*। পারস্য ভাষায় আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইবার প্রথা তাঁহার সময় আরম্ভ হয়। কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে সার্ জন্ শোরের হস্তে গবর্ণমেণ্ট সমর্পণ করিয়া বিলাত গমন করেন। শোর তিন বৎসর ঐ কর্ম্মে ছিলেন। ১৭৯৪ সালে সেনাপতি এবারক্রম্বী রোহেলাদের প্রবল বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করেন।

১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। শোর তাঁহার পুত্র আলীকে অযোধ্যার সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু পরে যখন ইহা প্রকাশিত হইল আলী যথার্থ সুজাত নহে, তখন শোর তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত্ আলীকে নবাব করিলেন। সাদত্ আলী আলাহাবাদের সুদৃঢ় দুর্গ ইংরাজদিগকে প্রদান করেন।

শোর সাহেবের অধিকার সময়ে, মান্দ্রাজের গবর্ণর লার্ড হবার্ট সাহেব ওলন্দাজদিগ হইতে সীলন, মলক্কা, বণ্ডা, ও আর কয়েক স্থান অধিকার করিয়া লন।

১৭৯৮ সাল ২৬ এপ্রেল, লার্ড মর্নিংটন (মাকুইস আব্ ওয়েলেস্ লি) ভারতবর্ষে গবর্ণর হইয়া আইসেন। তাঁহার আগমনের তিন সপ্তাহের পর মরীচ হইতে ফরাশিশ গবর্ণর তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান। টীপু

* দশ শালার বন্দোবস্তের এই সূত্র।

ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার মানসে, ফরাশিশদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া দুই দূত প্রেরণ করিয়াছেন। লার্ড ওয়েলেসলি ইহা শুনিয়া পাছে টীপুর সহিত হায়দ্রাবাদের নাজিমের যোগ হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার সকল সৈন্য দিগকে নিরস্ত্রী করুন, ও আপনার ফরাশিশ সেনাধ্যক্ষ দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় করিয়া দিউন, এবং টীপু কেন আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগ্রহী হইয়াছেন তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে বলিয়া পাঠাইবেন"। নাজিম ওয়েলেসলির কথানুসারে আপন ১৪০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য নিরস্ত্রী করিলেন এবং টীপুকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু টীপু, ওয়েলেসলির প্রস্তাবের উত্তর প্রদানে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলি উপযুক্ত সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী লইয়া যুদ্ধার্থে মহীশূরদেশে যাত্রা করিলেন। টীপু মহা সাহসী ছিলেন, অধিকন্তু অনেক ফরাশিশদিগের সহায়তা থাকাতে মহা বিক্রমে সমরারম্ভ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া, ১৭৯৯ সালে ৪ মে শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিলেন। ঐ যুদ্ধে এক গোলাঘাতে টীপুর মৃত্যু হয়।

ইংরাজেরা সমস্ত মহীশূর রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার কিয়দংশ তথাকার পূর্ব্বতন হিন্দুরাজবংশোদ্ভব যুবরাজকে প্রদান করিলেন, আর কিয়দংশ নাজিম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিয়া, অবশিষ্ট আপনারা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কানাড়া, কোয়েম্বাটোর এবং

জায়নদ এই তিন প্রদেশ ইংরাজদিগের নিজের হইল। ঐ তিন প্রদেশের পরিমাণ ২০০০০ চতুরস্র ক্রোশভূমি।

মহীশুর গ্রহণ করাতে ইংরাজদিগকে আরও অনেক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তাবৎ যুদ্ধেই তাঁহারা জয় লাভ করেন। ধুন্দিয়া নামক এক জন দস্যুপ্রধান ইংরাজদিগের বিপক্ষাচরণ করাতে ওয়েলেসলি তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। ১৮০২ সালে সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজা ইংরাজদিগের বিপক্ষতা করিবার মানস করিয়া ঐক্য হন। লার্ড ওয়েলেসলি তাহাদিগের যোগ ভঙ্গ করিয়া দেন। তিনি, সেনাপতি লেক ও কর্ণেল ওয়েলেসলির অধীনে, উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। লেক উত্তর অঞ্চলে যাত্রা করিয়া দিল্লী পৌঁছিয়া সিন্ধিয়াকে পরাভূত করিলেন। সিন্ধিয়া দিল্লীর শাহআলম বাদশাহকে হস্তগত করিয়া বন্ধনদশায় রাখিয়াছিলেন। লেক দুই যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ও তাহাদিগের সহায় ফরাশিশদিগকে পরাস্ত করেন। শেষ যুদ্ধ দিল্লীতে হয়। লেক, আলীগড় ও আগরার দুর্গ অধিকার করিয়া, বাদশাহের উদ্ধার সাধন করিলেন, এবং তাঁহার জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত বাদশ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। কর্ণেল ওয়েলেসলি দক্ষিণ দেশে প্রস্থান পূর্ব্বক, ১৮০৩ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর এসাইনামে যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করেন।

ঐ সময় যশোবন্তরাও হোলকার নবুই হাজার সৈন্য

লইয়া বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। ১৮০৪ সালের ১৭ মার্চ্চ ইংরাজদিগের সহিত এক যুদ্ধে হোলকার পরাভূত হইয়া ভরতপুরে পলায়ন করেন। তথায় লেকের সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, অনবধানতাপ্রযুক্ত তিন বার হোলকারের সৈন্য কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়। অবশেষে হোলকার অবসন্ন হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলে, লেক আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিলেন।

১৮০৫—সালে আগ্রা, হরিয়ানা, সাহারানপুর, মিরাট, এটোয়া, কটক, বালেশ্বর, বরুচ ও আহাম্মেদ নগর ইংরাজেরা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১৮০৫—বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা মারকুইশ অব ওএলেশলির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ণওয়ালিশকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। কর্ণওয়ালিশ এসময় বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। ১৮০৫ সালের ৩০ জুলাই ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি শান্তিপ্রিয়তা প্রযুক্ত সিন্ধিয়ার সহিত মিত্রতার প্রস্তাব করিতে লেককে আদেশ করেন। কর্ণওয়ালিশ লেকের সৈন্য সহ মিলিত হইবার মানসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। গাজিপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল। কর্ণওয়ালিশের মৃত্যু হইলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সরজন বার্লো সাহেব প্রতি-

নিধিরূপে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১৮০৭ সালের জুলাই পর্য্যন্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

বার্লোসাহেবের পর মিন্টো গবর্ণর নিযুক্ত হন; তিনি ১৮০৭ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সময়ে একজন পাঠান সরদার আমীর খাঁ বহু লোক লইয়া, বেড়ারের রাজার অধিকৃত প্রদেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজেরা বেড়ারের রাজার সহিত কিছু প্রণয়বদ্ধ ছিলেন না, তথাপি মিন্টো দেখিলেন যে হোলকারের নিকট আমীর খাঁর যেরূপ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে, ও তিনি যাদৃশ পরাক্রান্ত, ইংরাজ অধিকারে আসিবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব তাহার গতিরোধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই স্থির করিয়া মিন্টো ১৮০৯ সালে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। আমীর খাঁ ইংরাজ সৈন্যদিগকে দেখিয়া তৎকালে পলায়নপর হইলেন। অবশেষে হিন্দুস্থানে আসিয়া রজঃপুতদিগের অধিকার আক্রমণ ও লুঠ করেন। তখন রজঃপুতদিগের সহিত কোম্পানির মিত্রতা ছিল না।

মিন্টো ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকেন। ফরাশিশদিগের অধিকৃত মরীচ ও বর্ব্বোঁ দ্বীপ এবং ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়া লার্ড মিন্টোর সময়ের বিশেষ ঘটনা বলিতে হইবেক।

১৮১৩—এই সালের ৪ অকটোবরে মার্কুইস অব হেষ্টিংশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণর নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরবর্ত্তি বন্য-প্রদেশবাসী পিণ্ডারিয়েরা মহারা-

ষ্ট্রীয়দের সহায়তা পাইয়া মান্দ্রাজ ও কলিকাতার নিকট যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। হেষ্টিংশ ভূয়োভূয়ঃ পিণ্ডারিয়দিগকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুরোধবাক্যে কোন মনোযোগ করিলেন না।

১৮১৪—গুরখারা, ব্রহ্মদেশীয়েরা, ও শীকেরা ইংরাজদিগের প্রতিকূলতা করিতে লাগিল। এই বৎসর গুরখাদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়। গুরখারা পরাক্রান্ত হওয়াতে এবং তাহাদিগের পার্ব্বত্য দেশ আশ্রয় থাকাতে, দুই বৎসর মহাসাহসে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংরাজদিগের ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল, তথাপি তাঁহারা গুরখাদিগকে হস্তগত করিতে পারগ হন নাই। মহারাষ্ট্রীয় ও ব্রহ্মদেশীয়েরা গুরখাদিগের সহায়তা করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করাতে তাহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। হেষ্টিংশ সাহেব অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন। সেনাধ্যক্ষ সর ডেবিড অক্টরলনী এই যুদ্ধে সাতিশয় বীর্য্য প্রকাশ করেন। গুরখারা পরাজিত হওয়াতে ইংরাজেরা কুমাউন, গড়োয়াল, এবং নেপালীয় পার্ব্বত্যদেশ টেরী লাভ করেন। এইরূপে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল। গুরখাদিগের দুর্দশা দেখিয়া শিকিমের রাজা, ও শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তি অনেক পার্ব্বত্য সরদার ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন।

১৮১৭—গুরখার যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই,

পিণ্ডারিয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রামে হেষ্টিংশকে ব্যাসক্ত হইতে হইল। ঐ বৎসর পিণ্ডারিয়েরা কিমান্দী প্রদেশ আক্রমণ করিয়া নগর জ্বালাইয়া দেয়, ও পঞ্চার নগর লুঠ করে, তাহাতে প্রায় পাঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হেষ্টিংশ একণে এক লক্ষ দশহাজার সৈন্য ও অনেক গোলন্দাজ সমূহ করিলেন। সর তমাস হিসলক, সরজন মালকম, ডোবটন, এবং সর তমাস মনক্র ইহারা পিণ্ডারিয়দিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দেরও পতন সিদ্ধ করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই বার ন্যূনাধিক বাইট-হাজার চতুরস্র ক্রোশ পরিমিত ভূমি ইংরাজদিগকে প্রদান করিয়া সন্ধি বন্ধন করেন। এই ভূমির মধ্যে নর্ম্মদা নদীর নিকট আটাইশ হাজার চতুরস্র ক্রোশ ভূমি ছিল।

ব্রহ্মদেশীয়দের নিবৃত্তি নাই, আবার রাজা ১৮১৪ সালে ৪০,০০০ লোক সমভিব্যাহারে লইয়া বারাণসী দেখিতে আসিবেন ইহা প্রচারিত করেন, কিন্তু তত দূর না গিয়া বাঙ্গলার নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়া থাকিলেন। তিনি ১৮১৮সালে হেষ্টিংশকে ভাগীরথীর পূর্ব্বদেশ সকল পরিত্যাগ করিতে দূতদ্বারা বলিয়া পাঠান। হেষ্টিংশ তৎকালে কোন উত্তর দিলেন না। পরে এক পত্র লিখিয়া এক জন আপন লোক প্রেরণ করেন। ব্রহ্মদেশীয়েরা কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, তাহাই জ্ঞাত হওয়া ঐ লোক পাঠাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হেষ্টিংশ আবার রাজাকে এইরূপ পত্র লেখেন "আমি যে পত্র পাই-

যাচ্ছি তাহা আপনকার লিখিত না হইবেক, অতএব যে দুরাত্মা এই সদ্ভাব-বদ্ধ রাজদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে, আপনি অনুসন্ধান করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন"। আবার রাজা হেষ্টিংশের এই পত্র পাইয়া নিরস্ত হইলেন।

লার্ড হেষ্টিংশ আট বৎসরেরও অধিক কাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের পদে থাকিয়া, ১৮২৩ সালে বিলাত গমন করিলেন। কৌন্সলের প্রধান মেম্বর আডম্ সাহেব অন্য গবর্ণরের আগমনাবধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

১৭৯৭ ও ১৭৯৮ সালে আবার রাজার অধীন আরাকান বাসী প্রজারা ব্রহ্মদেশীয়দের প্রপীড়নে উত্যক্ত হইয়া, ভারতবর্ষের গবর্ণর সর্ জন্ সোরের নিকট প্রার্থনা করিয়া চট্টোগ্রামে বাস করিবার অনুমতি লয়। তাহারা চট্টোগ্রামে বাস করিয়া আরাকান অধিকার করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। ইহাতেই আবার রাজা ইংরাজদের প্রতি রোষপরবশ হইয়া উঠিলেন। উভয় গবর্ণমেন্টে দূত গমনাগমন হইতে লাগিল। ইংরাজেরা বারম্বার আপনাদিগের নির্দ্দোষিতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু আবার রাজা নিতান্ত ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত কিছুতেই শান্তি অবলম্বন করিলেন না। যে সময় উভয় গবর্ণমেন্টে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল তখন হেষ্টিংশ ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন। এক্ষণে আডম্ সাহেব, ব্রহ্মদেশীয় রাজার গতি রোধ করিবার মানস করিয়া, কাছার ও জয়ন্তী দেশের রাজাদিগের সহিত প্রণয় করিলেন। আডম অসুস্থ-

শরীর হইয়া কলিকাতা হইতে বোম্বাই গমন করেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

আরল আব্ আমহার্ষ্ট ১৮২৩ সাল ১ আগষ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আরাকানের রাজার নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, চট্টোগ্রাম ও আরাকানের মধ্যপ্রবাহিত নাফ নদীর মধ্যে সাপুরী দ্বীপের অধিকার ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ইংরাজেরা ঐ দ্বীপের যথার্থ অধিকারী বলিয়া রাজার দাওয়া স্বীকার করিলেন না।

১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজাধিকারে বাঙ্গলার নিকট অত্যাচার করে এবং ইংরাজদিগের রক্ষী সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইংরাজ সৈন্যেরা চট্টোগ্রামে তাহাদিগকে অবিলম্বেই অবরোধ করিল *। সেনাপতি আর্কিবাল্ড কাম্বল সাহেব সৈন্য লইয়া ১৮২৪ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি রেঙ্গুনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বেই রেঙ্গুন অধিকার করিলেন। কাম্বল, রেঙ্গুনে স্থিতি করিয়া ব্রহ্মদেশীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মরিসন ১৮২৫,

---

* চট্টোগ্রামে যাইতে হইবেক বলিয়া দুই তিন দল সিপাহী অবাধ্য হইয়া উঠিল।

শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত ১৮৩৪ সালে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন। ১৮৩৫ সালে লার্ড আকলণ্ড গবর্ণর হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। শান্তিরক্ষা পূর্ব্বক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করাই লার্ড অকলণ্ডের অভিপ্রেত ছিল। প্রথমতঃ তিনি রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষে এক কোটি টাকা সঞ্চিত করেন। ইতিপূর্ব্বে কোন গবর্ণর এত টাকা স্থিত করিতে পারেন নাই। ঐ টাকা দিয়া খাল খনন ও অন্যান্য সাধারণ হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তাহার সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

ইংরাজেরা কাবুল ও বোখারায় বাণিজ্যের অভিসন্ধি করিয়া, কাবুলের সরদার সাসুজার সহিত মিত্রতা করেন। ইতিমধ্যে কাবুলে রাজবিপ্লব ঘটনা হইল, সাসুজা দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন। সুজা পলাইয়া প্রথমতঃ লাহোরের রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ইংরাজ অধিকারে পলাইয়া আইসেন। ১৮৩৭ সালে লার্ড অকলণ্ড বাহাদুর সাসুজাকে গোপন না রাখিয়া বাহির করিলেন, এবং ইহা প্রচারিত করিলেন যে সাসুজা অন্যায় সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন। তিনি সাসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার মানসে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। রণজিৎ সিংহ ইংরাজ সৈন্যদিগকে লাহোর দিয়া কাবুলে যাইতে অনুমতি করিলেন। দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরাজেরা সুজাকে কাবুলের অধিপতি বলিয়া প্রচারিত করিলেন। ইংরাজ-

দিগের পাঁচহাজার সৈন্য কাবুলে সাসুজার রক্ষী হইয়া থাকিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাসুজা কাবুলের অধিপতি হইয়া মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন, তাঁহার রাজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে কাবুলের সকলেই আনন্দিত হইয়াছে, অতএব আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিদেশীয় সৈন্য থাকা অনাবশ্যক। এই নিমিত্ত ইংরাজদিগের নিয়োজিত পলিটিকেল এজেন্ট মেক্‌নাটন সাহেবকে কাবুল হইতে ইংরাজদিগের সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে বলিলেন। মেকনাটন প্রথমতঃ সাসুজার কথা রক্ষা করিলেন না।

খাইবার পাশ বা গিরিসঙ্কট পথ দিয়া কাবুল হইতে পঞ্জাবে আসাযায়, অপর ঐ পথ ইংরাজাধিকারের নিকট। মেকনাটন ঐ পথবাসীদিগের সহিত অবধারিত করিয়াছিলেন তথাদিয়া ইংরাজদের দ্রব্যাদি কাবুলে যাইতে দিলে বৎসর বৎসর কিছু টাকা দিবেন। অনন্তর যখন দেখিলেন সাসুজা কাবুলে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতেছেন, আর সকলেই ইংরাজদিগের ভয় করে, তখন আর প্রতিশ্রুত অর্থ সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না, কিন্তু অর্দ্ধেক দিতে চাহিলেন, ইহাতেই খাইবারস্থ লোকেরা অস্ত্রাহস্ত হইয়া উঠিল। দোস্তমহম্মদ খাঁর পুত্র

মার্চমাসে আরাকান অধিকার করেন। ১৮২৫, ২ফিব্রুয়ারি আসামের রাজধানী রঙ্গপুর, সেনাপতি রিচার্ডসের হস্তগত হয়। দুই বৎসর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় এক কৌতুক আছে,—ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজদিগের বল বীর্য্য এবং সৈন্য দেখিয়া যত ভয় না পাইয়াছিল, ইংরাজদিগের শিল্পনৈপুণ্যোদ্ভাবিত একখানি সামান্য কলের জাহাজ দেখিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার বিশেষ এই, যখন তাহারা দেখিতে পাইল এক প্রকাণ্ড পদার্থ জলে আপনা হইতে আসিতেছে, পাইল নাই যে বায়ুভরে সঞ্চারিত হইবেক, দাঁড় নাই যে মনুষ্যে বাহিত করে; তখন তাহারা মনে এই নিশ্চয় করিল যে ইংরাজেরা কোন সামুদ্রিক বিকৃত পদার্থ আনয়ন করিয়াছে, যাহার শ্বাস ধূম হইয়া যাইতেছে, ও স্বর এমন কর্কশ যে শুনিলেই ভয় পাইতে হয়। অতএব এতাদৃশ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলে কোন ফল দেখিবেক না। ইহাতেই আবার রাজা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইলেন।

১৮২৬ সাল ২৪ ফিব্রুয়ারি ইয়ানদাবুরে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মদেশীয়েরা, আসাম, কাছার, মণিপুর ও জিঞ্জলিয়া স্থানীয় তাবৎ অধিকার, এবং আরাকান, টাবয়, টেনাসেরিম এবং অন্যান্য স্থান, সর্ব্বশুদ্ধ আশি হাজার চতুরস্র ক্রোশ পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলেন।

এই সময় ভরতপুরে যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হইলে, তদীয় এক জ্ঞাতি দুর্জ্জনশাল, যথার্থ উত্তরাধিকারী বল-

বন্ত সিংহের স্বত্ব অপহ্নব করিলেন। বলবন্ত সিংহ দিল্লীর রিসিডেন্ট সর্ ডেবিড আকটরলনীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আকটরলনী সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া লার্ড আমহার্ষ্টকে জ্ঞাতকরিলেন। তখন যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত কাল ও উপযুক্ত সৈন্য না থাকাতে আমহার্ষ্ট নিরস্ত হইলেন। ঐ বৎসর লার্ড আমহার্ষ্ট ভরতপুরের দুর্গ হস্তগত করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি কম্বার মিয়রকে পঁচিশ হাজার সৈন্য ও অনেক তোপ দিয়া পাঠাইলেন।

কম্বার মির সাহেব ১৮২৫ সাল ২৩ ডিসেম্বর ভরতপুরের সুদৃঢ় প্রকাণ্ড দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হন। দুর্গের প্রাচীর চল্লিশ হাত পুরু, সুড়ঙ্গ না করিয়া তাহার ভেদ করা দুঃসাধ্য বলিতে হইবেক। কম্বার মির ১৮২৫ সালের ১৮ মার্চ্চ দুইঘন্টা কাল প্রবল অবরোধ অতিক্রম করিয়া ভরতপুরের দুর্গ হস্তগত করিয়া, বলবন্ত সিংহকে প্রদান করিলেন। বলবন্ত ঐ সময় অপৌগণ্ড ছিলেন।

লার্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৮ সালে কলিকাতা হইতে বিলাত গমন করিলে লার্ড বেন্টিক গবর্ণর হইয়া আইলেন। তিনি হিন্দুদিগের সহমরণ, রজঃপুতদিগের মধ্যে সদ্যঃপ্রসূতা পুত্রী বিনষ্ট করণ, যাত্রীদের জগন্নাথদেবের রথচক্রে পতিত হইয়া প্রাণ সমর্পণ করণ উঠাইয়াছেন। তাঁহার অধিকার কাল প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধিতেই সঙ্কল্পিত হইয়াছিল। বেন্টিক মেডিকেল কালেজ স্থাপিত করেন। ধুমাগ্নি কলের-জাহাজ চলাচল তাঁহার সময় আরম্ভ হয়। বেন্টিক

আকবর খাঁ ইংরাজদিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মেকনাটন ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ কাবুলে ইংরাজদিগের বিপদ ঘটনা হইল। আফগানেরা ১৮৪১ সালে ইংরাজ-সেনাপতি এল্‌ফিনষ্টনকে সৈন্যসহ অবরুদ্ধ করেন। আকবর খাঁ মেকনাটনকে নিহত করেন। এল্‌ফিনষ্টন আফগানদিগের নিকট ইহা স্বীকার করিলেন, কেবল ইংরাজাধিকারে প্রতিগমন করিতে অনুমতি পাইলে, আফগানস্থান ও সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী এবং আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিতেছি। সামুক্রের ভাগ্যে কি ঘটিল কেহই তাহার অনুসন্ধান করিলেন না। ইংরাজদিগের সৈন্য দারুণ শীতে পেশোয়ার যাত্রা করিল। খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া এক প্রাণীও উত্তীর্ণ হইলনা, হিম-প্রাধান্যে ও আফগানদিগের নিদারুণ অত্যাচারে প্রতিব্যক্তিতে শত শত সৈন্যের প্রাণত্যাগ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তথায় ইংরাজদের যৎপরোনাস্তি দুর্দশার ঘটনা হয়।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল সেল ও তাঁহার সৈন্যেরা খাইবার পাশ অতিক্রম করিয়া জালালাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আকবর খাঁ সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করেন। বীরবর সেল শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া জালালাবাদ রক্ষা করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৮৪২ সালে লার্ড আকলণ্ড বিলাতে গমন করিলে, লার্ড এলেনবরা গবর্ণর হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। আফগানদিগের সমুচিত দণ্ড করা তাঁহার নিতান্ত মানস হইয়া উঠিল। সেনাধ্যক্ষ পলকটন সৈন্য লইয়া জালালাবাদে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন কর্ণেল সেল আকবর খাঁকে পরাভূত করাতে সে জালালাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

পলকটন কাবুল হস্তগত করেন। হতভাগ্য সাসুজা শত্রু-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদ খাঁকেই কাবুলের অধিপতি করিবার প্রার্থনা করিলেন। আফগানেরা কর্ণেল সেলের স্ত্রী লইয়া রাখিয়াছিল। আফগানেরা তাহাকে ও যাবতীয় ইংরাজবন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিল। ইংরাজেরা গিজনী সমভূমি করিয়া ফেলেন।

লার্ড এলেনবরা গোয়ালিয়রের মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, সেনাপতি গফ্ সাহেব সমভিব্যাহারে গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। মহারাজপুরে উপস্থিত হইলে, দেখিলেন মহারাজের আঠার হাজার সৈনা তাঁহার গতি রোধ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। গফ সাহেব মহাসাহসে রাজ-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করাতে রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণরের অভিপ্রায়-মত সৈন্য রাখন, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহোপযুক্ত অর্থ

প্রদান, ও গোলন্দাজদিগকে সমর্পণ, এই সকল স্বীকার করাতে রাজার প্রার্থনা সিদ্ধ হয়।

সিন্ধুদেশের অধিকারী আমীরেরা পার্ব্বত্য জাতি, স্বভাবতঃ মৃগয়াপ্রিয়। তাহাদিগের অধিকার মধ্যে সিন্ধুনদের দুই কূলে গভীর অরণ্য ছিল, তাহাতে ঐ অরণ্যের পশু বধ করিয়া তাহাদের মৃগয়াপ্রিয়তা চরিতার্থ হইত; কিন্তু ইংরাজেরা ঐ অরণ্য নষ্ট করিয়া উভয় কূলে পথ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন; আমীরেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, এজন্যই ইংরাজদিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন। এই জন্য, এবং অন্যান্য কারণে ১৮৪৩ সালে সিন্ধুদেশে আমীরদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়। সর চার্লস্ নেপিয়র সৈন্য লইয়া সিন্ধুদেশে যাত্রা করেন; মিয়ানি স্থানে সিন্ধুদেশের আমীরদিগের সহিত নেপিয়রের যুদ্ধ হয়। আমীরদের একুশ হাজার সৈন্য ও এক শত কামান, নেপিয়রের তিন হাজার সৈন্য ও ছয়টা কামান ছিল। নেপিয়র তথায় তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া হায়দ্রাবাদ যাত্রা করেন। হায়দ্রাবাদের নিকট আর এক যুদ্ধ হয়, তথায়ও আমীরেরা পরাভূত হইলেন। এই রূপে আমীরদের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটনা হইল। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের তিন জনকে বন্দী করিয়া বোম্বাই প্রেরণ করেন, আর কতক গুলিন বৃত্তিভোগী হইয়া বেলুচস্থান গমন করেন। নেপিয়র সিন্ধুদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ইণ্ডিয়া হাউস্ সভার অধ্যক্ষেরা এলেনবরার প্রতি বিরক্ত হইয়া ১৮৪৩ সালে তাঁহাকে বিলাত গমন করিতে আদেশ করিয়া পাঠান। এলেনবরার পরিবর্ত্তে লার্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর হইয়া ১৮৪৩ সালের ১০ জুন কলিকাতায় উপস্থিত হন।

১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। ঐ সময় হইতে লাহোরে শিখদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ তাহারদের ইংরাজাধিকারে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইল। তাহারা সিন্ধু নদ পার হইয়া ইংরাজাধিকারে আইসে।

১৮৪৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর মুদকীতে শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের বিস্তর প্রাণী বিনষ্ট হয়। শিখেরা পলায়ন করে। অনন্তর ফিরোজশায়ারে ইংরাজদের চৌদ্দ হাজার ও শিখদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যে যুদ্ধ হয়। লার্ড হার্ডিঞ্জ এই যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। শিখেরা এবারও পলায়ন করে। ফিরোজশায়ারের তুল্য ঘোরতর যুদ্ধ ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে অল্পই বর্ণিত আছে।

শিখদিগের সাহস একবারে ভঙ্গ হইয়া যায় নাই। তাহারা ১৮৪৬ সালে লুধিয়ানা আক্রমণ করে। সেনাধ্যক্ষ ইস্মিথ বহুকষ্টে লুধিয়ানার দুর্গ রক্ষা করেন।

স্মিথ সাহেব তিন দিনের পর আলীয়ালাতে শিখদিগকে পরাভূত করেন।

১৮৪৬ সাল ১০ ফেব্রুয়ারি সোবারণে যুদ্ধ হইলে শিখেরা পরাভূত হয়। অতঃপর লার্ড হার্ডিঞ্জ ও সেনাপতি গফ্ সাহেব সিন্ধুনদ পার হইয়া লাহোর অধিকার করিলেন। হার্ডিঞ্জ পঞ্জাব ইংরাজাধিকার সন্নিষ্ট করিলেন এবং কাশ্মীরও একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিয়া গোলাপসিংহকে প্রদান করেন। হার্ডিঞ্জ ১৮৪৬ সালে বিলাত যাত্রা করেন।

সমাপ্ত